আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

১৩০

মাসিক

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

৩৯ তম সংখ্যা মে'১০

গাউসুল আযম জামে মসজিদ, উত্তর শাহ্‌জাহানপুর, ঢাকা।

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক ১৩০
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রহঃ)
এম.এম-এম.এ-বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ আজহারী
মোবাইল ঃ ০১৭১১৪৬৪৫৩৭

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল
প্রকাশনা সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৪০৪৭৬৬

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা

প্রশ্ন উত্তর ও ফতোয়া বিভাগ
মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যক্ষ আল্লামা শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী
পীরে তরীকত হাফেয মাওলানা আবদুল হামিদ আল-কাদেরী
পীরে তরীকত আল্লামা আবুল বশর আল কাদেরী
অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
ডঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী
ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ্
আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
পীরে তরীকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী
পীরে তরীকত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম

সহযোগিতায়
কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী, আলহাজ্ব মাওলানা সেকান্দার হোসেন আল-কাদেরী, মাওলানা আবু সুফিয়ান আবেদী আল-কাদেরী, এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী, অধ্যক্ষ ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট, মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম, আমিনুল ইসলাম তালুকদার, আবুল হোসেন, নূরে আলম, শাকের আহমদ, আবুল হাশেম, আবদুল আজিজ, আবদুল মালেক, মৌলভী মোহাম্মদ আবুল খায়ের , আবু তাহের, মহিউদ্দীন, আবু সাঈদ।

সৌজন্য হাদিয়া ঃ
বাংলাদেশ (প্রতি কপি) ১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক) £2.00
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক) $ 24.00
সৌদীআরব (বার্ষিক) S.R. 48.00
কুয়েত (বার্ষিক) Dinar 12.00
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক) Euro 15.00

প্রচারে ঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা, কোয়াটার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Website: http:// Sunnibarta.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ..... - ০২
জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন - ০৩
ওলী বিদ্বেষীরা খোদাদ্রোহী ..... - ০৭
এক নজরে বাতেল ফেরকা সমূহের আক্বিদা - ১০
জেনে নিন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - ১৩
আজানের পূর্বে ও পরে দুরূদ ছালাম নতুন আবিষ্কার নয় ..... - ১৭
একটি বিভ্রান্তির অপনোদন ..... - ১৮
ওহাবীদের প্রতি নসীহত ..... - ১৯
আওলাদে রাসূলের মর্যাদা ও হক্বকানী পীরের প্রয়োজনীয়তা .... - ২১
মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদশন ও জানাযার নামাজ প্রসঙ্গে ..... - ২৩
যমযম কুপ পুনরুদ্ধার ঃ নূরে মুহাম্মদীর একটি ফয়েজ ..... - ২৫
প্রশ্নোত্তর ..... - ২৮

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ০০৫০১২১০০১০৫৩৪১ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক-£12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 005012100105341
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ
সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

সম্পাদকীয়

ঈমান-আকীদা রক্ষা করুন সুন্নীয়তের পথে আসুন

একজন মুসলমানের সবচে' মূল্যবান সম্পদ হলো- ঈমান ও আকীদা। ঈমান আকীদা শুদ্ধ তো তার সকল আমল ঠিক। ঈমান আকীদা ঠিক নেই তো নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত থেকে শুরু করে তার সমস্ত আমল বেকার। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেকটি দল জাহান্নামে যাবে; একটিমাত্র দল বেহেস্তে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটির নাম কি? নবীজি জবাবে ইরশাদ করলেন, যে দলে আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন, ঐ দলের নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'। সুতরাং, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হল ইসলামের সঠিক রূপরেখা ও মূল আকীদা। অতএব, সুন্নী আকীদার বিপরীত সকল মতবাদ, ভ্রান্ত ও বাতিল যুগে যুগে আহলে সুন্নাতের কিছু মৌলিক নিদর্শন থাকে। ইসলামী শরীয়তের সমর্থিত ও মীমাংসীত কিছু আমল নিয়ে যখন বিরুদ্ধবাদীরা বিতর্ক করে এবং সমাজে ফিৎনা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালায়, তখন ঐ আমল গুলোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রঃ)'র যুগে বাতিল পন্থীরা কিছু বিষয় নিয়ে বির্তক করত তাই তৎকালীন সময়ে ঐ বিষয় গুলোই আহলে সুন্নাতের মৌলিক নির্দশন বলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ঘোষণা দেন। তিনি বলেন- "তাজিমুশ শাইখাইন হুব্বুল খতনাঈন ওয়াল মাসহু আলাল খুফ্ফাইন" হযরত আবু বকর ও ওমর (রঃ)'র প্রতি শ্রদ্ধা, নবীজি দুই জামাতা তথা হযরত উসমান ও আলী (রঃ)-এর প্রতি মুহব্বত প্রদর্শন এবং মৌজার উপর মাসেহ করাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিদর্শন। সুতরাং বুঝা গেল ইসলামের আকীদার স্বীকৃত যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় সে বিষয়ের পক্ষে কথা বলা হককানী আলেমদের দায়িত্ব। অহেতুক ভিত্তিহীন বিতর্কে নিয়ে আসা বিষয়গুলোই হয়ে যায় সুন্নীয়তের সমকালীন নিদর্শন। যেমন বর্তমানে মিলাদ-কিয়াম, উরছ, ফাতিহা নবীজির ইলমে গায়েব, হাজির-নাজির, হায়াতুন্নবী, ঈদে মিলাদুন্নবী ইত্যাদি হলো বর্তমান যুগের সুন্নীয়তের নিদর্শন। এসব যারা বিশ্বাস করে তারাই সুন্নী আর যারা এর বিরোধীতা করে তারা বাতিল মতাবলম্বী। তাই আসুন সুন্নীয়তের পথে চলি; ঈমান আকীদা রক্ষা করি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

(১২৯ এর পর)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ(৪৮)

সরল অর্থ ঃ (৪৮) "ঐ দিনকে ভয় করো- যেদিন কেউ (মুমিন) কারো (কাফের) উপকারে আসবেনা এবং তার (মুমিন) পক্ষ হতে কোন সুপারিশও কবুল করা হবেনা, কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবেনা এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবেনা"।

যোগসূত্র ঃ

পূর্ব আয়াতে বণী ইসরাঈলের মর্যাদা বর্ণনা করার পর তারা মনে করতে পারে- আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে নেক অর্জন করেছেন এবং যে মর্তবা লাভ করেছেন- তাতে তারা পরকালে যে কোন বংশধর বা যে কোন লোককে পার করে নিতে পারবেন। তাদের সুপারিশই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অত্র আয়াতে আল্লাহ্পাক তাদের ঐ ভুল ধারণা খণ্ডন করে বলছেন- নিজেদের ঈমান না থাকলে অন্যের সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা। এই আয়াতটি কাফেরদের শানে অবতীর্ণ।

খোলাসা তাফসীর ঃ

হে বণী ইসরাঈল! তোমাদের উচিত- তোমাদের পূর্ব পুরুষদের উপর প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে বর্তমান নবীর উপর ঈমান আনয়ন করে সৎকাজ করা। তা না হলে আমার কাছে একদিন আসতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে। ঐদিন আযাব থেকে বাঁচতে হলে ঈমান ও আমল থাকতে হবে। শুধূ বাপ-দাদার দোহাই দিলে চলবেনা। ঐদিন কোন মোমেন ওলী বা নবী কাফেরদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা। তাদের জন্য সুপারিশ করা হলে তাও কবুল করা হবেনা। অথবা টাকা পয়সা দিয়ে ঐদিন পার পাওয়া যাবেনা। এটাও সম্ভব নয় যে- কোন বন্ধু বান্ধব খোদার সাথে তর্ক করে তোমাদের সাহায্য করবে। সুতরাং ঐদিনে বাঁচার জন্য ঈমান আনো।

শাফাআত প্রসঙ্গ ঃ

প্রায় সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীর ঐক্যমত হচ্ছে- পরকালে মুমিন গুনাহ্গারকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আল্লাহ্র অন্যান্য প্রিয় বান্দাগণ গুনাহ্গারদের জন্য রোযহাশরে শাফাআত করবেন এবং তাঁদের শাফাআত গ্রহণ করা হবে। কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াছ দ্বারা শাফাআত প্রমাণিত। কিন্তু শর্ত হলো- ঈমান থাকতে হবে। মুমিন গুনাহ্গারের জন্যই শাফাআত বৈধ। বেঈমান ও বেদ্বীন এবং শাফাআত অস্বীকারকারীদের জন্য কোন শাফাআত গ্রহণযোগ্য হবেনা। অত্র আয়াতের মর্মও তাই। মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র মো'তাজিলা ফের্কার লোকেরা এবং তাদের অনুসারী বর্তমান যুগের ওহাবী ও মউদূদী পন্থীরা শাফাআতকে অস্বীকার করে। তারা বলে- তাহলে খোদার ইনসাফ রইলো কোথায়? এটা তাদের মনগড়া যুক্তি। গুনাহ্গারকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেও আল্লাহ্তায়ালা নিজ গুনে অনেক গুনাহ্গারকে ক্ষমা করে দিবেন। এটা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে নবীগণ, ওলীগণ, পীর মাশায়েখগণ গুনাহ্ ক্ষমা করার জন্য আবেদন করতে পারবেন না কোন যুক্তিতে? তাঁদের সুপারিশ যে কবুল হবে- তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে কোরআন হাদীসে। সুতরাং নবীগণের সুপারিশ বরহক্ব।

অত্র আয়াতে সুপারিশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুধূ কাফেরদের জন্য। অতএব মুমিনদের ক্ষেত্রে এই আয়াত ব্যবহার করাই কুফরী কাজ। কাফেরদের শানে নাযিলকৃত আয়াতগুলোকে মউদূদীপন্থীরা মোমেনদের শানে ব্যবহার করে। তারা কোরআনের মর্মকে বিকৃত করছে। এই দায়ে তারা নির্ঘাত জাহান্নামী। হাদীসে এসেছে- সাতশত রকমের কবিরা গুনাহ্গারের জন্য নবীজী শাফাআত করবেন এবং কিছু শাস্তি ভোগের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের ভিতরে গিয়ে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে এক এক দলকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

প্রথমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের বিচার অনুষ্ঠানের সুপারিশ করবেন। তাঁর সুপারিশে বিচার অনুষ্ঠান শুরু হবে। বিচারের পূর্বেই তিনি চারশ' নব্বই কোটি নির্দোষ উম্মতকে বিনা বিচারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

জান্নাতে নিয়ে যাবেন। তারপর বেহেস্তীদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য সুপারিশ করবেন। বেহেস্তের সিট পূর্ণবন্টন নবীজীর হাতে। তারপর তিনি জাহান্নামের তালিকাভূক্তদের জন্য সুপারিশ করে অনেককে ক্ষমা করাবেন। তারপর মুমিন গুনাহ্গারদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করবেন এবং আল্লাহ্র দরবারে তা গৃহীত হবে। এভাবে সুপারিশ করতে করতে জাহান্নাম গুনাহ্গার থেকে খালি হয়ে যাবে। শুধু থাকবে কাফেরগণ। (দীর্ঘ হাদীস)। (বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন আমার লিখিত "হায়াত মউত কবর হাশর" গ্রন্থ)।

বর্তমান যুগে ওহাবীদের নেতা ইসমাঈল দেহ্লভী তার "তাকভিয়াতুল ঈমানে" যদিও অনুমতিক্রমে শাফাআতকে স্বীকার করেছে- কিন্তু যেভাবে সে উপস্থাপন করেছে- তা অস্বীকার করারই নামান্তর। সে তার চাচা শাহ্ আবদুল আযীয (রহঃ) -এবং দাদা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। সে উর্দু কিতাবের ৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে- "শাফাআতের ধরণ হবে এরূপ- যেমন কোন বাদশাহ্ কোন অপরাধীকে নিজে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। কিন্তু নিজের আইন ভঙ্গের ভয়ে বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে নিজে বেঁচে যান। ওই সুপারিশকারীও বাদশাহ্র ইশারা পেয়ে বাহ্যিক সুপারিশ করে দেন। খোদার কাছে কারো ইজ্জত বা বিশেষ সম্মান নেই এবং মহব্বৎও নেই যে, তাঁর সুপারিশ মান্তেই হবে"। (তাকভিয়াতুল ঈমান)।

এই হলো নবীজী সম্পর্কে ইসমাঈল দেহলভী ও তার অনুসারী দেওবন্দী ওহাবীদের ধারণা এখন তারা মানুষের ভয়ে নবীজীর শাফাআতকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতে পারছেনা।

বর্তমান যুগে আবুল আ'লা মউদূদীরও একই দশা। তিনি লিখেছেন- শাফাআতের অর্থ শুধু দরখাস্ত করা। নবীগণ, ফিরিস্তাগণ, সাহাবাগণ, ওলী কুতুবগণ শুধু দরখাস্ত করতে পারবেন। মানা- না মানা খোদার ইচ্ছা। (মউদূদীর কোরআন কি চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহ্ এবং মাওঃ আবদুর রহিমের লিখিত কলেমা তাইয়েবা পৃঃ ৩০)।

দেখুন! নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এক নাম "শাফীউল মুযনিবীন"- অর্থাৎ গুনাহ্গারের শাফাআতকারী। তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী নবীজীর এইগুন আর থাকছেনা। শাফাআতের বিস্তারিত প্রমাণ আমার লিখিত "হায়াত মউত কবর হাশর" চৌত্রিশতম অধ্যায় দেখুন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ الْاَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَالشُّهَدَاءُ

"হাশরের ময়দানে আম্বিয়ায়ে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম এবং শোহাদায়ে কেরামগণ সুপারিশ করবেন"। (মিশকাত)। আক্বায়েদ গ্রন্থ "শরহে আক্বায়েদে নসফী"-তে উল্লেখ আছে-. اَلشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ অর্থাৎ- গ্রহণযোগ্য শাফাআত কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত।

আয়াতের কিছু শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ

(১) واتقوا يوما অর্থ- "হাশরের দিনের ভয় অন্তরে পোষন করে ঈমান আনো এবং শাস্তি থেকে বেঁচে যাও"। ঐ দিনকে ভয় করার অর্থ হিসাব কিতাবের ভয় করা।

(২) لاتجزى نفس عن نفس অর্থ- "কোন মুমিন বান্দা কোন কাফেরকে রক্ষা করতে পারবে না"। প্রথম نفس অর্থ মোমেন বান্দা- নবী ওলী গাউস কুতুব। আর দ্বিতীয় نفس অর্থ- কাফিরবান্দা। আরবী গ্রামার ও বালাগাতের নীতিমালা হলো - দুইটি নাকারা একসাথে একই বাক্যে হলে দুটির দু' অর্থ হবে। যারা এক অর্থ করে- তারা ভুল করে। তারা তাফসীরের নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞ। আর একটি নীতিমালা হলো- একটি نكره ও একটি معرفه একই বাক্যে একসাথে আসলে একই অর্থ হবে। যেমন- كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ অর্থাৎ- "আমি ফেরআউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি। সে ঐ রাসূলকে অমান্য করলো এবং তাঁর নাফরমানী করতে লাগলো"। এখানে প্রথম রাসূল নাকারাহ্ এবং দ্বিতীয় রাসূল মা'রেফাহ্- কিন্তু উভয় শব্দের অর্থ একজন রাসূল- অর্থাৎ হযরত মুছা (আঃ)। এই নীতি না জানার কারণে অনেক তথাকথিত জাহেল তাফসীরকারীরা ভুল ব্যাখ্যা করে। সুতরাং অত্র আয়াতের অর্থ হবে- মুমিন নাফ্স কাফের নাফ্সের উপকার করতে পারবে না। বুঝা গেল- মুমিনদের উপকার করতে পারবে।

(৩) وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ শাব্দিক অর্থ- কোন বান্দার সুপারিশ কবুল করা হবেনা। পরিভাষায় অর্থ হবে- মুমিন বান্দাকে কাফেরের জন্য সুপারিশ করতেই দেয়া হবে না। এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কাফেরের জন্য হাশরের দিনে কেউ সুপারিশই

pdf By Syed Mostafa Sakib

করবেন না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু গুনাহ্গারের জন্য এবং বেহেস্তীদের জন্য বিভিন্ন রকমের সুপারিশ করবেন। কাফের, বেঈমান ও বেয়াদব এবং বদ আক্বিদা পোষণ কারীদের জন্য কোন প্রকার সুপারিশ করবেন না। ইহাই হাদীসের সারমর্ম। হুযুর এরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِى অর্থাৎ- "আমি শুধু আমার গুনাহ্গার উম্মতের জন্যই সুপারিশ করবো- বেয়াদবদের জন্য নয়"।

(৪) شفاعة শাব্দিক অর্থ- জোড়, সঙ্গ, একসাথ ইত্যাদি। বিতিরের পর মিলিত দু রাকআত নফলকে "শফিউন বিতির" বলা হয়। বিতির অর্থ বেজোড় এবং শফিউন অর্থ জোড়। আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে জোড় ও বেজোড়ের শপথ করেছেন। বেজোড়ের অনেক অর্থ আছে। তন্মধ্যে একটি হলো- তাঁর একক বেজোড় স্বত্ত্বা এবং রাসূলের। এবং জোড় সত্ত্বা- অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের শপথ। সুপারিশকারী যেহেতু সুপারিশকৃত ব্যক্তির পার্শে বা সাথে থাকবেন- তাই তাঁকে شفيع বলা হয়।

(৫) لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ অর্থ- বিনিময় নেয়া হবেনা বা বিনিময় নিয়ে কাফেরদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে না। এখানে منها এর জমির দ্বারা কাফেরের দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ- কাফেরের থেকে জরিমানা বা বিনিময় নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে না। 'আদ্লুন' শাব্দিক অর্থ- ইন্সাফ। যেখানে ইন্সাফ হয়- তাকে আদালত বলা হয়। এখানে যালেম থেকে বিনিময় নিয়ে যালেম ও মযলুমকে এক সমান করা হয়। একারণেই বিনিময়কে عدل বা বরাবর বলা হয়েছে।

কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

প্রথম প্রশ্ন ঃ আর্য সমাজ এবং দেওবন্দী সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে- কোরআনের অনেক আয়াত এবং নবীজীর অনেক হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র কাছে কারো সুপারিশ বিন্দুমাত্র কাজে আসবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি ফাতেমা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেন- "হে ফাতেমা! আমি তোমাকে আযাব থেকে বাঁচাতে পারবোনা"। বুঝাগেল- নবীজী কাউকেই বাঁচাতে পারবেন না।

উত্তর ঃ অত্র হাদীসখানা প্রথম যুগের- যখন শাফাআত সম্পর্কে নিশ্চয়তার আয়াত নাযিল হয়নি। শাফাআত মঞ্জুর করা হয়েছে মদিনা শরীফে শবে বরাতের রাত্রে। তাফসীরে সাভীতে উল্লেখ আছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বানের ১৩ তারিখে আল্লাহ্র কাছে- উম্মতের জন্য শাফাআতের অধিকার প্রার্থনা করেন। ঐ দিন এক তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফাআত মঞ্জুর করা হয়। ১৪ ই শা'বান রাত্রে আবার প্রার্থনা করেন। ঐ দিন দুই তৃতীয়াংশের জন্য শাফাআত মঞ্জুর করা হয়। ১৫ই শা'বান রাত্রে আবার প্রার্থনা করেন এবার সবার জন্য শাফাআত মঞ্জুর করা হয়"। (দেখুন তাফসীরে সাভী ২৫ পারা ছুরা দোখান)।

সুতরাং, অত্র হাদীস দ্বারা হযরত ফাতেমার জন্য পূর্বের ঘোষনা রহিত হয়ে যায়। পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি ফাতেমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন- "তিনি নবীজির সুপারিশে জান্নাতের মহিলাদের সর্দার হবেন"। ওহাবীরা বিবি ফাতেমা সম্পর্কে প্রথম হাদীস দেখলো- কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসখানা দেখলোনা। তারা বড়ই বদ নসীব। তারা এভাবেই মানুষকে ধোকা দেয়। নবীজীকে ছোট করা, বিবি ফাতেমাকে ছোট করা, ইমাম হাসান হোসাইনকে ছোট করা তাদের মজ্জাগত বেরাম। তারা ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে অন্যায় যুদ্ধকারী বলে মন্তব্য করেছে- দেওবন্দী কিতাব "রশিদ ইবনে রশিদ" গ্রন্থে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আর্য সমাজ নেতা দয়ানন্দ তার- "সত্যরথ প্রকাশ" চতুর্দশ খণ্ডে প্রশ্ন তুলেছে- যদি সুপারিশ মেনে নেয়া হয়-তাহলে নবীর প্রতি খোদার পক্ষপাতিত্ব বুঝায়।

উত্তর ঃ খোদার রহমত ও নেয়ামত কারো না কারো মাধ্যমেই বান্দার কাছে পৌছে। এটাও কি তরফদারী? আল্লাহ্র বিধান হলো- তাঁর প্রিয় বান্দাদের কথা শুনা। তোমাদের লোকের কথা তিনি শুনেন না। ঈর্ষা বা হিংসা করে কি লাভ হবে? তোমাদেরকে এই অধিকার দেওয়া হলে তখন আর আপত্তি থাকতোনা। দয়ানন্দ মহাশয়কে মালদারেরাই ভিক্ষা দিয়ে থাকে। এটাই আল্লাহ্র বিধান।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ মক্কার মুশরিকরা তাদের দেবদেবীকে সুপারিশকারী মনে করতো। তোমরা মুসলমানরাও নবী ওলীদেরকে সুপারিশকারী মনে করো। সুতরাং তোমরাও মুশরিক। (মউদূদী, আঃ রহিম, গোলাম আযম গং)।

উত্তর ঃ আপনাদের এই তুলনা মারাত্মক ভুল। মুশরিকরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাদেরকে সুপারিশকারী মনে করে- তারা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। তারা হলো খোদাদ্রোহী। আর মুসলমানরা যাদেরকে সুপারিশকারী মানে- তাঁরা হলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং অনুমতিপ্রাপ্ত। তোমরা মুসলমানকে মুশরিক বানিয়ে নিজেরাই কাফেরে পরিণত হয়েছো। আল্লাহ্ ও রাসুল বলছেন- নবীগণ, ওলীগণ ও শহীদগণ সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে। আর তোমরা এ কাজকে বলেছ শিরিক। তাহলে আল্লাহ্ ও রাছুল কি শিরিক শিক্ষা দিচ্ছেন। তোমাদের বিকৃত মস্তিস্ক প্রসূত প্রলাপ তোমাদের বেলায়ই প্রযোজ্য।

চতুর্থ আপত্তি ঃ শাফাআত- আক্বিদা পোষন করে মুসলমানরা কর্মে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। তারা সুপারিশের উপর বেশী ভরসা করছে (দেওবন্দী ওহাবী)।

উত্তর ঃ শাফাআত অস্বীকার করে যত ইবাদতই করা হোক না কেন- তা কাজে আসবেনা। আল্লাহ্ পাক বলেন- عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً অর্থাৎ- "অনেক লোক প্রানান্ত ইবাদত ও সাধনা করেও জাহান্নামে যাবে বদ আকিদা ও বে-ঈমানের কারনে"। সুতরাং, তোমরা তোমাদের বেশী বেশী আমলের দ্বারাও জান্নাতে যেতে পারবে না- বদ আক্বিদার কারণে। গুনাহ্‌গার মুমিনরা গুনাহ্ করা সত্ত্বেও নবীজীর শাফাআতে জান্নাতে যাবে। শাফাআতের ভরসা মানুষকে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ আমরা নবীজীর জন্য রহমতের দোয়া করি দুরূদের মাধ্যমে। তিনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন নাজাতের জন্য। তাহলে আমরাও তো একপ্রকার সুপারিশকারী?

উত্তর ঃ হুযুরের জন্য আমাদের দোয়া এবং আমাদের জন্য হুযুরের দোয়া- এই দুই দোয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। আমরা দোয়া করি হুযুরের দয়া পাওয়ার জন্য। হুযুর দোয়া করেন আমাদের নাজাতের জন্য। দুই দোয়ার দুই উদ্দেশ্য। গরীবরা ধনীর বাড়ীতে সামান্য কিছু লতাপাতা হাদিয়া নিয়ে যায় কিছু পাওয়ার জন্য। ধনীরা তার বিনিময়ে দান করেন বড় কিছু। উভয় দানকে এক মনে করা অজ্ঞতার পরিচয়। আল্লাহ্ পাক বলেন- "আমি ও আমার ফিরিস্তারা রহমত বর্ষণ করি- আমার প্রিয় নবীর উপর- অতএব তোমরাও নবীর উপর দরূদ পড়ো সম্মানের সালাম দাও"। তোমাদের দোয়ার পূর্বে হতেই আমি আমার নবীর উপর রহমত বর্ষণ করে আসছি- তোমাদের দোয়ার কারণে নয়। তোমাদের দোয়া দরূদের উদ্দেশ্য- আমার পক্ষ হতে দশটি রহমত অর্জন করা, দশ গুনাহ্ ক্ষমা করানো এবং দশ দরজা বা মর্তবা লাভ করা। নবীজীর দোয়া হলো শাফাআত। আর তোমাদের দোয়া হলো শাফাআতের ভিক্ষা প্রার্থনা করা।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- হাশরের দিনে যাকাত অনাদায়ী লোকেরা তাদের মাল নিয়ে আমার কাছে আসবে- তাদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য। আমি বলবো- আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বিধান পৌছিয়ে দিয়েছি। এখন আমি কিছু করার মালিক নই"। বুঝা গেল- তিনি শাফাআত করবেন না- তিনি শাফাআতের অধিকারী নন।

উত্তর ঃ তোমরা মনে করেছো- ঐ দিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফাআত করতে অক্ষম। না, তিনি অক্ষম নন- বরং সক্ষম। কথার ধরনেই তা বুঝা যায়। তাদের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন না। হাদীস দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। তোমরা উল্টা মনে করেছো- তিনি কারো জন্যই সুপারিশ করার অধিকারী নন। তোমাদের এটা বুঝ নয়- অবুঝ। অত্র হাদীসের মর্ম হলো- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন- তার জন্য সুপারিশ করবেন। যার জন্য চাইবেন না- তার জন্য সুপারিশও করবেন না। খোদা গাফুরুর রাহীম। তাই বলে কি সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন? তিনি স্বাধীন। যাকে মনে চায়- ক্ষমা করবেন- যাকে মনে চায়না- ক্ষমা করবেন না। এটা হলো- ক্ষমতার স্বাধীনতা। নবীজীর শাফাআতেরও একই অবস্থা। যাকে চাইবেন- তার জন্য সুপারিশ করবেন। যার জন্য মনে চাইবেনা- সুপারিশ করবেন না।

উক্ত হাদীস শুধূ যাকাত অনাদায়ীদের জন্য নয়- বরং যাকাত অস্বীকার কারীদের জন্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর যুগে একদল নামধারী মুসলমান যাকাতকে অস্বীকার করেছিল। তিনি তাদেরকে কাফের ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে কতল করে দিয়েছিলেন। এই হাদীসখানা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু তোমরা সাধারণ যাকাত অনাদায়ীদের বেলায় অত্র হাদীস ব্যবহার করছো। তোমরা এক জায়গার হাদীস অন্য জায়গায় ব্যবহার করছো। তোমরা হাদীস ও ইসলাম বিকৃতকারী। *(চলবে)*

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরসে হাদীস

ওলী বিদ্বেষীরা খোদাদ্রোহী

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ.

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-যে আমার ওলীর (বন্ধুর) সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

(বুখারী শরীফ)

হাদীস শরীফের বর্ণনাকারী ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নবীপ্রেমে নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ছিলেন। হিজরী সপ্তম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করার পর হতে সারাক্ষণ নবীজির দরবারে পড়ে থাকতেন। তাই অল্প সময়েই অধিক পরিমাণ হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীফের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। সর্বাধিক হাদীস শরীফ বর্ণনাকারী এই সাহাবীর আসল নাম ছিল আব্দুর রহমান। তার আস্তিনের ভিতর হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে আসতে দেখে নবীজি আদর করে তাকে ডাকলেন হে আবু হোরায়রা (বিড়াল ছানার বাবা)। নবীপ্রেমে উৎসর্গিত সাহাবী সেই থেকে পূর্বের নাম বাদ দিয়ে নবীজির পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত নাম নিয়েই সবার কাছে পরিচিত হতে পছন্দ করেন। স্মরণশক্তির দূর্বলতার কারণে প্রথম অবস্থার হাদীস শরীফ শুনে মুখস্থ রাখতে পারতেন না বিধায় বিষয়টি নবীজির দরবারে উত্থাপন করলে নবীজি তাকে বললেন-তোমার চাদরখানা বিছাও। অতঃপর ঐ চাদরে নবীজি থুথু মোবারক দিয়ে বললেন এবার চাদর ঘুচিয়ে বুকে লাগিয়ে নাও। আদেশ মতে তিনি তাই করার পর হতে যত হাদীস শুনেছেন পরবর্তীতে তার ইনতেকাল পর্যন্ত একটা হাদীস শরীফ ও ভুলেননি।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে কুদসীতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মাধ্যমে স্বয়ং-রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কেরামের শান-মর্যাদা ও তাঁর দরবারে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যারা অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার ফলে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করতে পেরেছেন তাদেরকে আউলিয়া বলা হয়। এঁরা আল্লাহ তায়ালাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন আর আল্লাহ ও তাঁদেরকে ভালবাসেন। তাদের জাগতিক পারলৌকিক মুক্তির ঘোষণায় স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থাৎ-হুশিয়ার! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলী যারা তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

আল্লাহর ওলীগণ এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কোন অপশক্তিকে ভয় করে না। কারণ তারা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান। এমনকি তাদের প্রত্যেক কদম মহান রাব্বুল আলামীনের ইশারা ও কুদরতী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। যেমন পবিত্র হাদীসে কুদসী শরীফে ইরশাদ হয়েছে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

আমার কতিপয় বান্দা অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করতে করতে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে এক পর্যায়ে এসে আমি নিজেই তাকে মুহব্বত করি। আর যখন আমি তাকে মুহব্বত করি তখন তার মুখ; আমার মুখ হয়ে যায় যা দ্বারা সে কথা বলে। তার কান; আমার কান হয়ে যায় যার দ্বারা সে শুনে, তার চক্ষু আমার চক্ষু হয়ে যায়, যা দ্বারা সে দেখে, তার হাত আমার হাত হয়ে যায়, যা দ্বারা সে ধরে তার পা আমার কুদরতী শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা দ্বারা সে চলাফেরা করে সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করি। (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯৬৩ পৃষ্ঠা) মিশকাত শরীফ-১৯৭ পৃষ্ঠা)

তাইতো আল্লাহ্‌র ওলীগণ মুখে যা বলেন, তাই হয়ে যায়। হুজুর গাউসে পাক হযরত আবদুল কাদের জিলানী(র) এবং সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নাওয়াজ (রা) এর জীবনীতে হাজারো প্রমাণ রয়েছে যে, তারা যখন মুখ দিয়ে কিছু বলেছেন আল্লাহ পাক সেটা কবুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে নিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বেলায়তী ক্ষমতা দ্বারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত আউলিয়ায়ে কেরাম দিশেহারা মানুষ আর বিদপগ্রস্থদের সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছেন।

দাজলা নদীতে তুফানের কবলে পড়া জাহাজের যাত্রীদের আহবানে সুদূর বাগদাদের জামেয়া নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেই গাউসিয়াতের হাত বাড়িয়ে যাত্রীদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা, প্রাচীন কবরস্থান হতে ডাক দিয়ে মৃতব্যক্তিদেরকে জীবিত করা, এক মুহূর্তে হাজার হাজার মাইল দূরের মাহফিলে হাজির হওয়া, একই সময়ে সত্তরজন মুরীদের বাড়ীতে হাজির হওয়া, স্ত্রীলোককে পুরুষে রূপান্তরিত করা এভাবে অসংখ্য কারামত হুজুর সাইয়েদুনা গাউসে পাক (র.) এর জীবনীতে দেখা যায়। এসব অসম্ভব কিছু নয়। কারণ আল্লাহর ওলীদের হাত-চোখ, মুখ, পা, সবগুলো আল্লাহর কুদরিত শক্তিতে পরিচালিত। তাই সেসব অঙ্গ দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহর ওলীগণ যানুষকে কেবল দুনিয়াবী সংকট থেকে উত্তরণ করেন; এমনটি নয়। বরং, পরকালের কঠিন শাস্তির কবল থেকে রক্ষা করার পথও বাতলিয়ে দিতে পারেন। তাই স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সান্নিধ্যে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং সত্যবাদী (আউলিয়া কেরাম) দের সঙ্গী হয়ে যাও।

আল্লাহ্‌র ওলীদের ওসিলায় খোদার রহমত লাভ করা যায়। অধিকন্তু মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রা:) যথার্থই বলেছেন-

گرتو خواہی ہم نشینی باخدا ☆ اونشیند در حضور اولیاء

অর্থাৎ- তোমরা যদি আল্লাহর সান্নিধ্যে বসতে চাও তাহলে আউলিয়ায়ে কেরামের দরবারে বসো। তিনি আরো বলেছেন, হক্কানী ওলীর দরবারে একমুহূর্ত বসা শত বছরের রিয়ামুক্ত ইবাদতের চাইতেও শ্রেয়। সুতরাং ওলীদের সান্নিধ্যে আসা যাওয়ার মধ্যে জাগতিক-পারলৌকিক উভয় প্রকারের মঙ্গল নিহীত। পক্ষান্তরে তাঁদের বিরোধীতা করে কেউ কোন যুগে টিকে থাকতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। কারণ, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করা মানে আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা। আর জেনে রাখা দরকার, মহান আল্লাহ্‌র সাথে মোকাবিলা করা নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে নবী ওলীর দুশমনের কাছ থেকে দূরে থাকার এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মহব্বত এখতেয়ার করার তাওফীক দান করুন ! আমিন।

ভর্তি চলিতেছে

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১০-২০১০ ইং সেশনে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৪বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।

[২০০৯ সালের পাশের হার ৯৮%]"

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

অধ্যক্ষ

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৫ বছর পূর্বে লেখা

এক নজরে বাতেল ফেরকা সমূহের আক্বিদা

অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রঃ)

হযরত রছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদিস অনুযায়ী উম্মতে মোহাম্মদী ৭৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। তন্মেধ্যে ৭২ দলই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। কেবল মাত্র একটি দল সঠিক ইসলামী আক্বিদা ও বিশ্বাসের উপর প্রতষ্ঠিত থাকিবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হইবে। তাহাদের পরিচয় হইল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত"। ইহা রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এর হাদিছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু হাল জমানার কতিপয় বাতেল পন্থী লোক বলিয়া বেড়াইতেছে যে, মুছলমানের মধ্যে কোন শ্রেণী বা দল নাই-সকলেই ভাই ভাই। যেমন চট্টগ্রামের দৈনিক জামানা পত্রিকায় জনৈক মাওলানা দেলোয়ার হোছাইন ছাঈদীর বক্তৃতা ও উক্তি ছাপানো হইয়াছে যে, "মুছলমান পরস্পর ভাই ভাই-ওহাবী ছুন্নী বলিয়া কোন শ্রেণীভেদ নাই।" আমাদের মতে ইহা তাহার আসল রূপ ঢাকিবার একটা অপকৌশল মাত্র। আল্লাহর রাছুল বলেন-উম্মতের ৭৩টি ফেরকা বা দল হইবে-আর উক্ত মাওলানা বলেন কোন ভেদাভেদ নাই। ইহা সরাসরি রাছুলের হাদিছ অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

যাহা হোক আমাদের আসল বক্তব্য হইল বাতেল ৭২ ফেরকা ও তাহাদের আক্বিদা সমূহের পর্যালোচনা করা। এই সমস্ত বাতেল পন্থীরা সুকৌশলে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া মুসলমান সমাজকে গোমরাহ করিতে সচেষ্ট। তাহাদের আক্বিদা সম্পর্কে সাবধান হওয়া মুসলমান হিসাবে আমাদের সকলেরই কর্তব্য। তাই অতি সংক্ষেপে কতিপয় বাতেল ফেরকার আক্বিদা সমূহ তাহাদের লিখিত কিতাব ও বই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল। (লেখক)

মওদুদী জামাত (জামায়াতে ইসলামী)

ইছলাম ও মুসলমানদের উপর দিয়া যত প্রকারের ফেতনার তুফান বহিয়া গিয়াছে তার মধ্যে মওদুদী জমাতের ফেতনা অধিক মারাত্মক। ইসলামের নাম করিয়া এই জমাত ইছলামের মূল্য গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়াছে। অসংখ্য কুফরী ও গোমরাহ আক্বিদা প্রবর্তন করিয়া এই মূলমানদিগকে কুফরী ও গোমরাহীর অতলতলে নিক্ষেপ করিতেছে। আল্লাহ, রছুল, আউলিয়া কেরাম ও ছাহাবা কেরাম সম্বন্ধে এদের আক্বিদা কোন কোন ক্ষেত্রে কুফরীর সীমানায় উপনীত হইয়াছে। এই জন্য দল-মত নির্বিশেষে ওলামায়ে কেরামগণ ফতোয়া দিয়াছেন যে, এই দলটি হইল গোমরাহ ফেরকা। এই দলের সমর্থক কোন ইমামের পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরীমী। সংক্ষেপে মওদুদীর আক্বিদা ও তাহার জওয়াব নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। মওদুদী আক্বিদা ঃ আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিয়াই কখনো কখনো আম্বিয়া কেরামগণ হইতে "হেফাজত" উঠাইয়া লইয়াছেন। উদ্দেশ্য, যেন তাঁহাদের দ্বারা কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহ প্রকাশ পায়; এবং ইহাও যেন প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা মানুষ ছিলেন-খোদা ছিলেন না। (তাফহিমাত-পৃষ্ঠা ৬৭) মাওলানা মওদুদী।

ছুন্নী আক্বিদা ঃ মাওলানা মওদুদী দেখি আল্লাহকে সমালোচনা হইতে বাদ দেয় নাই। আল্লাহ ইচ্ছা করিয়াই নবীগণের দ্বারা ভুল করাইয়াছেন, কত বড় জঘন্য উক্তি। আহলে সুন্নতের সকল মোজহাহেদ ওলামা এই বিষয়ে একমত যে, আম্বিয়া কেরামগণ মাছুম-বেগুনাহ। ছগিরা কবিরা গুনাহ হইতে তাঁহারা পাক ছিলেন। ফেরেস্তাগণও নিষ্পাপ। সুতরাং নিষ্পাপ হইলেই যে খোদা হইতে হইবে-এমন কোন কথা ইছলামে নাই। নবীদিগকে মানুষ প্রমাণ করার জন্য পাপী ঠাওরানো সরাসরি কুফরী। ইহাই মুওদুদীর ভ্রান্ত আক্বিদা।

২। মওদুদী আক্বিদা ঃ "দাজ্জাল কবে আবির্ভূত হইবে এবং কোথায় হইবে-তাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে জানান হয় নাই। যে সকল উক্তি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে উহা প্রকৃত প্রস্তাবে আঁ হযরতের কেয়াছ বা অনুমান মাত্র। এই ব্যাপারে তিনি নিজেও

সন্দিহান ছিলেন"। (তরজুমানুল কোরান পৃষ্ঠা ৪৬ ফ্রেব্রুয়ারী সংখ্যা মাওলানা মওদুদীর পত্রিকা)।

ছুন্নী আক্বিদা ঃ অতীতে যাহা কিছু সংঘঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহার সব কিছুই আল্লাহ পাক তাঁহার হাবীবকে জানাইয়েছেন। কোরান ও হাদিছ দ্বারা ইহা প্রমাণিত। কে বেহেস্তী, কে দোজখী, কে কখন কি করিবে-তাহার সব কিছুই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন; আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব জগতকে আমার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমি এই বিশ্ব জগতকে এবং বিশ্ব জগতে কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সংঘঠিত হইবে সব কিছুই এমন পরিস্কার দেখিতেছি-যেমন দেখিতেছি আমার হাতের মুষ্ঠিকে।" (শরহে মাওয়াহেব-আল্লামা জুরকানী) কাজেই আল্লাহর হাবীব যাহা পরিস্কার জানেন, তাহা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা বেঈমানী ছাড়া কি হইতে পারে? হুজুরের শান ও মর্যাদাহানী করা কুফরী।

৩। মওদুদী আক্বিদা ঃ "হজরত রছুল করিম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যতের ২৩ বৎসরের জিন্দেগীতে নুয়্যতের দায়িত্ব পালনে অনেক ত্রুটি করিয়াছেন। এই জন্যই ছুরা 'নছর' এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য "ওয়াছ্তাগফিরহু" নির্দেশ দিয়াছেন। (মাওলানা মওদুদী "কোরান কি চার বুনিয়াদী এস্তেলাহী")

ছুন্নী আক্বিদা ঃ নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটি হওয়া ইহা কোন মুসলমান বলিতে পারে না। ইহা কুফরী কথা। বিদায় হজ্জের ভাষণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সমবেত সকল ছাহাবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিত আমি কি আমার সকল দায়িত্ব পালন করিয়াছি? এই সব কিছু তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি? তখন সমস্বরে সকলেই সাক্ষ্য দিলেন হ্যাঁ, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং সব কিছুই পৌছাইয়া দিয়াছেন"। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, ছাহাবীগণ বেশী বুঝেন-না কি মওদুদী? নামাজের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, 'আছতাগফিরুল্লাহ'। তবে কি হুজুরের নামাজ গুনাহ ছিল? কখনই না। বরং ইহার আসল তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দরবারে নিজের হীনতা ও ভক্তি প্রকাশ করা। এই জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিস্পাপ হওয়া সত্ত্বেও শুকুর ওজারীর জন্য দিনে ৭০ বার তওবা করিতেন। (হাদীছ)

৪। মওদূদী আক্বিদা ঃ "হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম নবুয়্যত লাভের পূর্বে এক শিরীয়কে হত্যা করিয়া গুনাহ করিয়াছিলেন"। (মওদুদীর রাছায়েল ও মাছায়েল)

সুন্নী আক্বিদা ঃ আহলে ছুন্নতের মতে-সকল নবীই নবুয়্যতের (প্রকাশের) পূর্বে বা পরে নিস্পাপ বা মাছুম। হযরত মুছা আলাইহিস সালাম শাসনের উদ্দেশ্যে একজন মিশরীয় ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহা শাসন; গুনাহ নহে। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে নবীগণ শাসক।

৫। মওদুদী আক্বিদা ঃ "রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার মাপকাঠি হইল-খোদাভিতি ও পরহেজগারী। ইহা কোরানের নির্দেশ। যে কোন লোক এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হইলে সে রাষ্ট্র পরিচালক হইতে পারিবে। ইহা ইসলামী গণতন্ত্র। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর এই নীতিকে পরিবর্তন করিয়া ঘোষনা করিলেন-"নেতৃত্ব কোরেশদের মধ্য হইতে হইবে।" ইহার দ্বারা তিনি সৎ উদ্দেশ্যে কোরানের নীতিতে পরিবর্তন সাধন করিলেন। ইহাতে রাজনৈতিক "মোছলেহাত" উদ্দেশ্য ছিল। (মিরর পত্রিকা, ১৯৫৮)

ছুন্নী আক্বিদা ঃ নাউজুবিল্লাহ-ইহা সরাসরি রছুলের উপর একটি মিথ্যা তোহ্মত। কোরানের বাণীর বিরুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিতেন এমন কথা চিন্তা করাও কুফরী কাজ। কোরানের নীতি অনুযায়ী খোদাভীতি ও পরহেজগারীর মাপকাঠিতে হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ) সকলের চেয়ে বেশী উপযুক্ত ছিলেন বলিয়াই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা কোরানের খেলাফ নহে। মওদুদীর মতে 'রাজনীতির ক্ষেত্রে মোছলেহাত বশতঃ ইসলামী আইনের পরিবর্তিন করা যাইতে পারে ইহাতে দোষের কিছুই নাই"। এই অজুহাত দেখাইয়াই মওদুদী তাহার রাজনীতিকে কোরানের বহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াতের ব্যাখ্যায় পরিবর্তন করিয়াছেন।

৬। মওদুদী আক্বিদা ঃ "ছাহাবীগণ সত্যের মাপিকাঠি নহেন" – "রছুলের ছুন্নত এবং আল্লাহর কিতাবই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি" এবং "রছুল ব্যতীত কেহ সমালোচনার উর্ধেব নহে।" (জামাতে ইসলামীর মেনিফেস্টো বা গঠণতন্ত্র দ্রষ্টব্য)

মওদুদী আক্বিদা ঃ আহলে ছুন্নতের ঐক্যমতে ছাহাবীগণ সত্যের সত্যের মাপকাঠি। তাঁহাদের সমালোচনা করা হারাম। বিরূপ সমালোচনা করিয়া সাহাবীগণকে খাটো করিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। লা-তাত্তাখিজুহুম গারাজান (হাদীছ) অর্থাৎ "তাহাদেরকে সমালোচনার ও আক্রমনের লক্ষ্যস্থল বানাইওনা"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন "আমার সাহাবীগণ সকলেই আদেল ও নির্ভরযোগ্য। "সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি না হইলে কোরআন সুন্নত সত্য থাকে না। কেননা, তাঁহারাই হইলেন কোরআন সুন্নাহ্‌র প্রথম প্রচারক।

৭। মওদুদী আক্বিদা ঃ কোন আলেম ব্যক্তির জন্য "তকলীদ" বা মাজহাব গ্রহণ করা কবীরা গুনাহ; বরং ইহা ইহতেও জঘন্য (শিরক)। (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন ঃ মওদুদী)

ছুন্নী আক্বিদা ঃ মওদূদীর এই ফতোয়া অনুযায়ী হজরত আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা গরীব নাওয়াজ, মোজাদ্দেদ আলফেছানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ইমাম বোখারী, ইমাম গাজ্জালী ইমাম রাজী সকলেই শিরক করিয়া মুশরেক হইয়া গিয়াছেন। কেননা তাঁহারা সকলই যে কোন এক মজহাবের অনুসারী ছিলেন। বড়পীর কেবলা ছিলেন হাম্বলী মজহাবের অনুসারী। আহলে সুন্নাতের মতে এক মজহাব অনুসরণ করা ওয়াজীব। ইহার উপর 'ইজমা' হইয়াছে। ইহাকে জঘন্য অপরাধ বলা মওদুদী সাহেবের মুর্খতা মাত্র।

৮। মওদুদী আক্বিদা ঃ ফাহেতা খানী, জিয়ারত, নজর, নেয়াজ, ওরশ, মাজারে গিলাফ দান, ইত্যাদি শিরক। (ইসলামী রেনেসা আন্দোলন পৃষ্ঠ ৬)।

ছুন্নী আক্বিদা ঃ ফাতেহা খানী, জিয়ারত, বুজর্গগনের দরবারে নজর নেয়াজ, মাজারে বাতি জ্বালান, ফুল দেওা, গিলাফ চড়ানো, ইত্যাদি-ছুন্নত ও উত্তম কাজ। (শামী, আলমগীরী, হাফত মছয়ালা প্রভৃতি)।

৯। মওদূদী আক্বিদা ঃ মোরাকাবা করা, মোশাহাদা করা; কাশফ্ রিয়াজত, নির্জনে চিল্লা দেওয়া, ওজীফা পাঠ, আমালিয়াত, মাকামাত, প্রভৃতি তরিকতের কাজ "শিরক"। (ঐ ১১ পৃঃ)

ছুন্নী আক্বিদা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় বসিয়া মোরাকাবা মোশাহাদা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে নির্জনে চিল্লা দিয়াছিলেন। ওজিফা পাঠ করার জন্য বহু দোয়া তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। এই সমস্ত কাজকে মওদূদী শিরক নামে অভিহিত করিয়া রছুল করিমের শানে এবং আউলিয়া কেরামের তরিকার প্রতি বিদ্রুপ বান নিক্ষেপ করিয়াছে। যে ব্যক্তি কোন ছুন্নত কাজকে ঘৃণা করে এবং উহাকে বিদ্রুপ করে সে "কাফের"। (সমস্ত ফেকাহ ও ফতোয়ার কিতাব)

১০। মওদুদী আক্বিদা ঃ "ইবনে তাইমিয়া ইমাম গাজ্জালী অপেক্ষাও শক্তিশালী মোজাদ্দেদ ছিলেন।" (মওদুদী রচিত তাজদীদ ও ইহয়ায়ে দ্বীন)

"ইবনে তাইমিয়া ছিলেন সপ্তম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ"। (মাওলানা আঃ রহিম-নায়েবে আমীর, জমায়াতে ইসলামী এবং বর্তমান আই, ডি এল চেয়ারম্যান।)

ছুন্নী আক্বিদা ঃ এইবার গুরু ও শিষ্যের আসল রূপ ধরা পড়িয়া গেল। ইবনে তাইমিয়া রছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র রওজা মোবারকের নিয়তে ছফর করাকে শিরক বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিল। তাই তৎকালীন বিশ্ব ইসলামী সম্মেলন ডাকিয়া সকল ওলামাগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ইবনে তাইমিয়াকে কাফের বলিয়া দিয়াছেন। আর সেই কাফের ব্যক্তিই মওদূদী জমায়াতের নিকট মুজাদ্দিদ। আসলে ইহারা ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী।

১১। মওদুদী আক্বিদা ঃ মানুষের মনগড়া আইনের (বৃটিশ ও রোমান ল') বিচার হয় যেই আদালতে, মুসলমান সেই আদালতে বিচার প্রার্থী হইতে পারে না। কেননা, ইহা শিরক। (কালেমায়ে তাইয়েবা-আবুর রহিম)

ছুন্নী আক্বিদা ঃ বাংলাদেশের মুছলমানগণ এখনও বৃটিশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আইনের অধীনে আদালতে বিচার চাহিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে ত সকলেই মুশরিক হইয়া গিয়াছে। নাউজুবিল্লাহ। মাওলনা আঃ রহিম নিজেই রাজনৈতিক নেতা। তিনি বহু মামলা নিজেই করিয়াছেন। এখন তিনি নিজের সম্বন্ধে কি বলিবেন? আসল কথা হইল-ইসলামী আইন ছাড়া অন্য কোন আইন মুসলমানের কাম্য হইতে পারে না। ইহা ঠিক কথা। কিন্তু মানুষের মনগড়া আইন যেই পর্যন্ত কোরান ছুন্নাহর পরিপন্থী না হয়-তাহা মান্য করা জায়েজ। যেমন গ্রাম্য সালিশী ব্যবস্থা।

১২। মওদূদী আক্বিদা ঃ "পীর ছাহেবান ও বুজর্গানে দ্বীনের রূহানী শক্তির নিকট কোন কিছুর আশা করা বা তাহাকে ভয় করা পরিস্কার শেরেক"। (আঃ রহিম কৃত কলেমা তাইয়েবা পৃষ্ঠা ৩২)

ছুন্না আক্বিদা ঃ পীর ছাহেবান বুজুর্গানে দ্বীনের রূহানী শক্তির নিকট হইতে মদদ্ প্রার্থনা করা জায়েজ (ফতোয়া আজিজী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১২৮)

"কবরস্থ আওলিয়া কেরাম হইতে মদদ চাওয়া জায়েজ"। (জিয়াউল কুলুব হাজী এমাদাদুল্লাহ মোহাজের মক্কী ইনি আশরফ আলী থানবীর পীর ছিলেন।

"হযরত আবুল হাছান খেরকানী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) ছোলতান বায়েজীদ বোস্তামীর মাজার শরীফ হইতে বোস্তামী কর্তৃক বেলায়েত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া)।

বিঃ দ্রঃ ইহা ব্যতীত আরও অনেক গোমরাহ আক্বিদা মওদুদী জমাতের মধ্যে রহিয়াছে। শেরে বাংলা মরহুম গাজী মাওলানা আজিুল হক আল কাদেরীর (চট্টগ্রাম) গণনামতে মওদুদীর ১১১টি বাতেল আক্বিদা রহিয়াছে। মুছলমানগণ এখনই সাবধান হউন।

ড. আল্লামা তাহের আল-কাদেরীসহ সকল সুন্নী আলেমের রচিত গ্রন্থাবলীর বিপুল সমাহার

সানজরী পাবলিকেশন

(সকল প্রকার ইসলামী বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১৪ আন্ডার গ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল ঃ ০১৯২৫১৩২০৩১, ০১৮১৭-৭৩৪১৭৮

শোক সংবাদ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর উত্তর বঙ্গ প্রতিনিধি ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মোঃ বাদশা হেলাল ২৩ মে ২০১০ ইং রোববার বেলা ৪টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ..... রাজেউন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে কিডনি রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ১ ছেলে ১ মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহি এবং নবী প্রেমিক রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট, মহাসচিব মাওঃ কাজী মোবারক হোসেন ফরাজী, সাংগঠনিক সচিব মাওঃ সেকান্দর হোসাইন আল-কাদেরী, এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী, ডঃ মিয়া মোঃ আনোয়ার হোসেন, অর্থ-সচিব মুহাম্মদ আবদুর রব, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ ইকবাল সহ সুন্নীয়তের সকল সদস্যবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত। মোঃ বাদশা হেলাল উত্তর বঙ্গের সুন্নীয়তের পতাকাকে উড্ডীয়ন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বাতিল ফের্কার সাথে তাঁর ঈমান ও আকিদার ব্যাপারে সংঘর্ষ বেধেঁছে। তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশের একজন অকুতভয় সৈনিক। তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়।

বার্তা প্রেরক
মোহাম্মদ আবদুর রব

pdf By Syed Mostafa Sakib

জেনে নিন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

সফরের জন্য সর্বনিম্ন দুরত্ব ৪৮, না ৫৭ মাইল?

হযরত মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ততটুকু দূরত্বে সফর করে গেলে নামাযে ক্বসর করতেন, যতটুকু মক্কা ও তায়েফের মধ্যে, মক্কা আসফানের মধ্যে এবং মক্কা জিদ্দার মধ্যে দূরত্ব রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন, এ দূরত্ব হচ্ছে চার 'বরীদ"।

[মুআত্তা'র বরাতে মিশকাত শরীফ সফরের নামায শীর্ষক অধ্যায়]

উপরোক্ত 'বরীদ' শব্দটির পরিমাণ থেকেই ইমামগণ সফরের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। 'বরীদ' আরবী শব্দ, চার 'ক্রোশ'-এ এক 'বরীদ'। সুতরাং চার 'বরীদ'-এ ষোল ক্রোশ হল। আরবের একক্রোশে আরবী তিন মাইল হয়। সুতরাং ষোল ক্রোশে ৪৮ মাইল হল।

[লুম'আতের বরাতে 'মিরআত : ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা-৩১৬]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র গবেষণা মতে, ইংরেজী মাইল (১৭৬০ গজ=১ মাইল) হিসেবে এ দূরত্ব দাঁড়ায় ৫৭ মাইল। [প্রাগুক্তা]

অর্থাৎ কেউ কমপক্ষে আরবী ৪৮ মাইল অথবা ইংরেজী ৫৭ মাইল দূরত্বে সফর করে ওখানে কোন একজায়গায় ইক্বামতের নিয়্যাতে কমপক্ষে ১৫ দিনের জন্য অবস্থান আরম্ভ না করা পর্যন্ত সে ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামায ক্বসর (২ রাক'আত) পড়বে। এমনকি এ দূরত্ব অতিক্রম করার সময় পথেও ক্বসর করবে।

সফরে 'ক্বসর' করা ওয়াজিব

আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে সফরে ক্বসর করা ওয়াজিব। 'ক্বসর' কিংবা পূর্ণ নামাজ পড়ার মধ্যে ইখতিয়ার নেই। কারণ, হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'ক্বসর' হচ্ছে মুসলমানদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাদক্বাহ্। অতঃপর হুযূর নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেন, "ফাক্ববালূ সাদাক্বাতাহু (সুতরাং তোমরা তাঁর সাদক্বাহ বা দান গ্রহণ কর)। এখানে 'ফাক্ববালু' (গ্রহণ কর) 'আমর' (নির্দেশ), আর 'আমর' হচ্ছে ওয়াজিব নির্দেশক।

[হাদীস-ই-ইয়ালা : মিরআত, ২য় খন্ড, অধ্যায় : সফরের নামায]

তাছাড়া, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিনায় দু'রাক'আত (ক্বসর) পড়েছেন। তাঁর পরে হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আবু বকর'র পর হযরত ওমর, তাঁরপর হযরত ওসমান আপন খিলাফতের প্রথম ভাগে ক্বসরই পড়েছেন। অবশ্য খিলাফতের শেষভাগে মক্কা মু'আয্যমায় এসে বিশেষ কারণে (নও মুসলিমদের এক সংশয় অপনোদন) তিনি মুক্বীম হয়ে যেতেন বিধায়, মিনায় পূর্ণ নামায পড়তেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, মসাফিরের জন্য এ ইখতিয়ার নেই যে, ক্বসর কিংবা পূর্ণ নামাজ পড়বে বরং তার উপর ক্বসর পড়াই ওয়াজিব, তথা ফরয। অন্যথায় তাঁরা কখনো পূর্ণ নামাযও পড়ে নিতেন। কিন্তু তাঁরা কখনো কোন সফরে মুসাফির অবস্থায় পূর্ণ নামায পড়েননি এবং মুক্বীম অবস্থায় কখনো ক্বসর পড়েননি। এটা আমাদের হানাফী মাযহারের সর্বসম্মত অভিমত।

ইমাম শাফে'ঈর মতে সফরে ক্বসর কিংবা পূর্ণ নামাযও পড়া যায়। তিনি মনে করেন যে, হযরত ওসমান ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সফরে এমনটি করা বৈধ মনে করতেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ছিল অবাস্তব ধারণা। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সফরের নামাযকে নামায ফরয হবার প্রথমে বিধানের উপর রাখা হয়েছে। অর্থাৎ দু'দু' রাক'আত ছিল। ফজরকে দু'রাক্'আত রাখা হল, মাগরিবকে রাখা হল তিন রাক'আত। বাকী সব নামাযই সফরে ওই দু'রাকআত করে দেয়া হল। আরো উল্লেখ্য যে, এখন সফরে ক্বসর করা তেমনি ফরয, যেমনটি মুক্বীম থাকাবস্থায় পূর্ণ নামায পড়া ফরয। সুতরাং হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কখনো নিজের বর্ণনার পরিপন্থী কাজ করতে পারেন না। আর হযরত ওসমান তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাগে মিনায় ক্বসর পড়তেন, শেষভাগে তিনি বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যবস্থায় মুক্বীম হয়ে যেতেন বিধায় পূর্ণ নামায পড়তেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কখনো সফরে পূর্ণ নামায পড়েননি। *[মিরআত : ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা-৩১৫]*

তদুপরি, সফরে মুসাফিরের উপর শরীয়ত ২ রাক'আত ফরয করেছে, ৪ আক'আত নয়। তাই, সফরে ফরয নামায ৪ রাক'আত পড়া শরীয়ত বিরোধী। সুতরাং সফরে দু'রাক'আত তেমনি পূর্ণাঙ্গ নামায যেমনটি মুক্বীম থাকা অবস্থায় চার রাক'আত। সফরে পূর্ণ চার রাক'আত পড়া তেমনি মন্দ, যেমন ফজরের ফরয চার রাক'আত মন্দ। কিংবা ঘরে যোহরের ফরয নামায ছ'রাক'আত পড়ার মত শরীয়ত বিরোধী। এখানে আরো স্মর্তব্য যে, সফরের নামায দু'রাক'আত কম পড়া হলেও সওয়াব পূর্ণ চার রাক'আতেরই পাওয়া যাবে।

[লুম'আতের বরাতে মিরআত ২য় খণ্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা]

দু'ওয়াক্বতের নামায এক সাথে পড়া

এখানে প্রথমে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, যোহরের ওয়াক্বতে যোহরের সাথে আসরের নামায পড়ে নেওয়া-এটা হচ্ছে 'জাম'ই তাক্বদীম' (অগ্রিম একত্রিত করা)। পক্ষান্তরে যোহরের নামাযকে বিলম্বিত করে আসরের ওয়াক্বতে যোহরের নামায আসরের সাথে পড়া-এটা হচ্ছে 'জাম' তা'খীর বিলম্বে একত্রিত করা); অর্থাৎ নামাযকে ওয়াক্বতের পরে পড়া।

এ প্রসঙ্গে আমদের হানাফী মাযহাব মতে, নামাযকে তার ওয়াক্বত আসার পূর্বে পড়লে তা শুদ্ধই হবে না। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালামকে কোন নামাযকে তার ওয়াক্বত ব্যতীত পড়তে দেখিনি।" তিনি তাবুকের যুদ্ধে হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম'র সাথে ছিলেন। হুযূর প্রতি ওয়াক্বতের নামায আপন আপন ওয়াক্বতে পড়েছেন। সুতরাং দু'ওয়াক্বতের নামায একত্রে পড়ার অবকাশ নেই। আর কোন নামাযকে তার ওয়াক্বতে না পড়ে পরবর্তী ওয়াক্বতে পড়লে তা হবে ক্বাযা নামায। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নামাযকে তার ওয়াক্বতে না পড়ে ক্বাযা করলে তা হবে জঘন্য গুনাহ।

ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে সফরে জম'ই তাক্বদীম' ও 'জম'ই তাখীর উভয়টি জায়েয। তিনি হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে ছিলেন। তখন সফর আরম্ভ করার পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত, তখন হুযুর যোহর ও আসর'র নামায একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে যাত্রা আরম্ভ করতেন তাহলে যোহর বিলম্ব করে পড়তেন। এমনকি আসরের জন্য অবতরণ করতেন। এভাবে মাগরিবের সময় যখন যাত্রার পূর্বে সূর্য ডুবে যেত তবে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে যাত্রা আরম্ভ করতেন, তবে মাগ্বরিব বিলম্বে পড়তেন। এমনকি এশার জন্য অবতরণ (যাত্রা বিরতি) করতেন। অতঃপর উভয় নামায একত্রে পড়তেন।"

যেহেতু একই সফরের বিবরণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বিপরীত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযকে আপন আপন ওয়াক্বতে পড়তে দেখেছি। তিনি আরো বর্ণনা করেন, তাঁকে কখনো কোন নামায তার ওয়াক্বত ব্যতীত পড়তে দেখিনি। যেহেতু হযরত ইবনে মাস'উদ, হযরত মু'আয় ইবনে জবল থেকে অধিকতর বড় ফক্বীহ ছিলেন এবং তাঁর স্মরণশক্তিও বেশি ছিল সেহতু তাঁর হাদীসই বেশি গ্রহণযোগ্য। তদুপরি হযরত মু'আয ইবনে জবলের হাদীস ক্বোরআনে করীমের আয়াত (নিশ্চয় মু'মিনদের উপর নামায আপন আপন ওয়াক্বতে ফরয। ৪:১০৩) এবং ওই সব মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীসগুলোর পরিপন্থি, যেগুলোতে নামাযের নির্ধারিত সময়গুলোর বিবরণ রয়েছে। এ কারণে হযরত মু'আয ইবনে জবলের হাদীসকে, যা ইমাম শাফে'ঈ গ্রহণ করেছেন, আমাদের ইমাম আ'যম আবূ হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি।

বাকী রইল হজ্বের মৌসুমে আরাফাহ্ ও মুযদালিফাহয় মসজিদে নামারায় ইমামের সাথে জামা'আত সহকারে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়া (জম'ই তাক্বদীম) এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ার বিষয়। হজ্বের মৌসুমের এ বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এবং বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দলীলভিত্তিক। এ প্রসঙ্গে মিশকাত শরীফের বাখ্যাগ্রন্থ মিরআতুল মানাজীহ'র ব্যাখ্যাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে- 'স্মর্তব্য যে, আরাফাহ এবং মুযদালিফাহয় ওই নামাযগুলো আপন আপন ওয়াক্বত থেকে সরে যায়নি; বরং বিশেষভাবে এ নামাযগুলোর ওয়াক্বতই সেগুলোর সময়সীমা থেকে সরে গেছে। (নবী-ই মুখতার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরাফাহ্ ও মুযদালিফায় ও নামাযগুলোর সময়সীমা এভাবে নির্ধারণ করেছেন। আরাফাতে আসরের নামাযের সময় যোহরের সময়সীমার ভিতর এসে গেছে; আসরের নামায ও যোহরের সময়সীমার ভিতর নয়। আর মুযদালিফায় মাগরিবের ওয়াক্বত এশার ওয়াক্বতের মধ্যে পৌঁছে গেছে, মাগরিবের নামায এশার ওয়াক্বতের মধ্যে পৌঁছেনি। এ কারণে যদি কোন হাজী ওই দিন মাগরিবের নামায এশার ওয়াক্বত আসার পূর্বে পড়ে নেয়, তাহলে তার নামায হবেই না। তদুপরি, যেসব বর্ণনায় হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যসব ক্ষেত্রে দু'নামায এক্ষেত্রে পড়ার বিবরণ এসেছে। ঐগুলোকে জাম'ই সূরী (বাহ্যিকভাবে একাত্রীত করণ) বুঝানোর উদ্দেশ্যে, জাম'ই হাক্বীক্বী (প্রকৃত একত্রীত করণ)। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্বতের শেষভাগে এবং পরবর্তী নামাযকে তার নির্ধারিত সময়ের প্রথম ভাগে পড়া বুঝানো হয়েছে। অথবা একত্রীকরণে হাদীছগুলো তা'ভীল বা ভিন্ন ব্যখ্যার উপযোগী। তাই আমাদের হানাফী মাযহাব মতে হজ্বের মৌসুমে উপরোক্ত দু'টি অবস্থা ব্যতীত অন্য যে কোনো অবস্থায় কোন নামাযকে তার নির্ধারত ওয়াক্বতের পূর্বে (জাম'ই তাক্বদীম) পড়া কোন মতেই শুদ্ধ হবে না। আর কোন নামাযকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করে পরবর্তী ওয়াক্বতে পড়লে (জাম'ই তাখীর) জঘন্য গুনাহগার হবে।

জুমু'আহ্র দিনের হজ্জ 'হজ্জ-ই আকবর' কেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম'র ঐতিহাসিক বিদায় হজ্ব জুমু'আহ্র দিবসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই হজ্জকে কুরআনে করীমে সূরা তাওবায় তৃতীয় আয়াতে 'হজ্জ-ই আকবর' বলা হয়েছে "ওয়া আযা-নুম মিনাল্লা-হি ওয়া রসূ-লিহি-ইলান্না-সি ইয়াওমাল হাজ্জিল আকবারি ..." (আর আহ্বানকারী ঘোষণা দিচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত লোকের মধ্যে 'মহান হজ্ব'র দিনে...।) মুফাসিরগণের এক অভিমত অনুসারে এই হজ্বকে 'হজ্ব-ই আকবর' এইজন্য বলা হয়েছে যে, এই বছরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম হজ্ব করেছিলেন। *[তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান]*

তদুপরি, এই হজ্ব জুমু'আহর দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কারণে মুসলমানগণ ঐ হজ্বকে বিদায় হজ্বের স্মৃতিস্মারক হিসেবে 'হজ্ব-ই আকবর' বলে থাকেন। *[সূত্র ঃ প্রাগুক্ত]*

তাফসিরে নুরুল ইরফানে এ আয়াতের ব্যখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- এতে ইঙ্গিতে বুঝা গেল যে, যদি হজ্ব জুমু'আহর দিন অনুষ্ঠিত হয় তবে তা হবে 'হজ্ব-ই আকবর' (মহান হজ্ব)। কারণ জুমু'আহর দিনে এক হজ্বের সাওয়াব সত্তর হজ্বের সমান। হুযূরের বিদায় হজ্ব জুমু'আহর দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আয়াত "আল-ইয়াওমা আকমাতুল লাকুম দী-নাকুম" (আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (৫:৩)-এর ব্যাখ্যায় তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নিকট এক ইহুদী আসল এবং তাঁকে বলল, "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে ওই আয়াত যদি আমাদের উপর নাযিল হত তাহলে আমরা ওই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতাম"। তিনি বললেন, "ওই আয়াত কোনটি?" ইহুদী এ আয়াত "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দী-নাকুম....." তিলাওয়াত করল। তিনি বললেন, আমি ওই দিন সম্পর্কে অবগত আছি যাতে সেটা নাযিল হয়েছে ওই স্থান সম্পর্কেও। স্থানটি ছিল আরাফাত আর দিন ছিল জুমু'আহ।

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাকেও এক ইহুদী একই কথা বলেছিল। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন- যেদিন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল ওই দিনে দু'টি ঈদ ছিল- জুমু'আহ্ ও আরফাহ্। *[তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান]*

তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের আফসীরে অতি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে- এ আয়াত শরীফ হুযূরের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। দিনটি ছিল যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ জুমু'আহ বার, সময় ছিল বাদে আসর। মাহবূবে দু'জাহাঁ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম উষ্ট্রীর উপর সদয় আরোহন করে হজ্বের খোতবা প্রদানকালে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। অতি আনন্দের বিষয় যে, ওই দিনে সর্বমোট ছ'টি ঈদের সমাবেশ ঘটেছিল- তিনটি ঈদ মুসলমানদের আর তিনটি অন্যান্য জাতির, অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর, যা খ্রিস্টানদের যেমন বড়দিন, তেমনি ইহুদী ও অগ্নিপূজারীদেরও ঈদের দিন ছিল। আর মুসলমানদের তিনটি ঈদ ছিল- জুমু'আহর ঈদ, হজ্বের এবং মাহবূবে-খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দীদারের ঈদ। একটি দিনে এতগুলো ঈদের সমাবেশ আর কখনো হয়নি।

[তাফসীরে রূহুল বয়ানের বরাতে শানে হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল ক্বোরআন : পৃ-৫১]

হযরত আবূ লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "জুমু'আহর দিন আল্লাহর নিকট সমস্ত দিনের সরদার এবং সমস্ত দিন অপেক্ষা বড় মর্যাদাবান আর সেটা আল্লাহ্‌র নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর অপেক্ষাও মহান।" *[মিশকাত]*

মোটকথা, যে হজ্ব জুমু'আহর দিনে অনুষ্ঠিত হয়, ওই হজ্বের সাওয়াব সত্তর হজ্বের সমান। সুতরাং এ হজ্বকে 'হজ্ব-ই আকবর' বলা হয়।

[মিরআত : ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা- ৩০৬ ও ৩২৫]

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

যোগাযোগ :

মোহাম্মদ ফারিজুল বারী

০১৯২১৩০৮০৫৯

মোহাম্মদ বিদ্যুৎ

০১৭১৩৪৩১২৪২

মোহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন

০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গাউসিয়া জলিলীয়া দরবার কমপ্লেক্স

আমিয়াপুর, পাঠান বাজার, মতলব, চাঁদপুর।

মোনাজেরে আহ্‌লে সুন্নাহ, আশেকে মোস্তফা, ফিদায়ে গাইছেপাক, উস্তাজুল ওলামা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা অধ্যক্ষ হাফেয মোহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ) এর মাজার শরীফ ও ত্বদসঙ্গে পরিকল্পিত হাফেযিয়া মাদ্রাসাপরিচালনা পরিষদ-

গাউসিয়া জলিলীয়া দরবার কমপ্লেক্স

উক্ত কমপ্লেক্স পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্যঅন্তর্বর্তী (এডহক) কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নিম্নরূপঃ

* মাওলানা মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ আজহারী	সভাপতি
* আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব	সদস্য সচিব
* মোহাম্মদ সিরাজুল হক মাষ্টার	কোষাধ্যক্ষ
* ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ (বাবুল)	সদস্য
* মোহাম্মদ সারওয়ার-ই-আলম (পারভেজ)	সদস্য
* মোহাম্মদ আব্দুল বারেক মোল্লা	সদস্য
* মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান মোল্লা	সদস্য
* মোহাম্মদ নাছিম মোল্লা	সদস্য
* মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান প্রধান	সদস্য
* মোহাম্মদ সেলিম সরকার	সদস্য
* মোহাম্মদ ইউসুফ মিঞা ব্যাপারী	সদস্য
* মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন প্রধান	সদস্য
* এডভোকেটমোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী	সদস্য
* ডঃ মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এডভোকেট	সদস্য
* আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল	সদস্য
* মোহাম্মদ আবুল হাশেম	সদস্য
* মুন্সী আবদুশ শুক্কুর	সদস্য
* আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল মালেক	সদস্য
* মোহাম্মদ সেকান্দার হোসেন সুমন	সদস্য

উল্লেখ্য যে, হুজুরের পরিবারের সদস্যগণ উক্ত কমিটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীতে উপদেষ্টা মন্ডলীর নাম প্রকাশ করা হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আজানের পূর্বে ও পরে দুরূদ ছালাম নতুন আবিস্কার নয়

মাওলানা মোহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ বাগদাদী

আল্লাহ তায়ালার বাণী "ইন্নাল্লাহা ওয়ামালায়িকাতাহু ইয়োছাল্লুনা আলান্নাবী ইয়া আইয়্যহাল্লাজিনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লেমু তাছলিমা" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এবং ফিরিশতাকুল নবী পাক (দঃ) এর উপর দুরুদ পড়তে রয়েছেন। অতএব, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও পরিপূর্ণভাবে দরূদ সালাম পড়তে থাক। এখানে কোন সময়-স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অবশ্য আল্লামা শামীর মতে হাদীসের আলোকে ৭ (সাত) স্থান ব্যতীত দুরুদ শরীফ পাঠের বিধান রয়েছে। যেমন –(১) স্ত্রী সহবাস কালে (২) পায়খানা প্রশ্রাবের সময় (৩) ব্যবসার মাল চালু হবার জন্য (৪) হোঁচট খাওয়ার পর (৫) আশ্চার্য্য সংবাদ শ্রবনের পর (৬) পশু জবাই করার সময় (৭) হাঁচি দেওয়ার পর। সূত্র (ফতোয়ায়ে শামী ১ম খন্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠা) আল্লামা শিহাবুদ্দীন হেফাজীর মতে, সময় নির্ধারণ ছাড়া অধিক হারে দুরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। যা উক্ত আয়াতের "ছাল্লু" শব্দ হতেই প্রমাণিত। (সূত্রঃ) নাছিমুর রিয়াজ শরহে শিফা ৩য় খন্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠা)। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারীর মতে আল্লাহ তায়ালা দুরুদ শরীফ পাঠের নির্দেশ প্রদানে কোন সময় নির্ধারণ করে দেন নাই, তাই সব সময় উপরোল্লিখিত ৭ স্থান ব্যতীত দুরুদ শরীফ পাঠ করা যাবে। (নাছিমুর রিয়াজ ৩য় খন্ড ৪৪৭ ও ৪৪৮ পৃষ্ঠা)। সুনানে আবুদাউদ শরীফ, বাবুল আজান ফাউক্বাল মিনার ১ম (প্রথম) খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য মদীনা শরীফের এক মহিলা ছাহাবীর ঘর মদীনা শরীফের মসজিদে নববীর আশে পাশের ঘরসমূহ হতে উঁচু ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) শেষ রাত্রিতে এসে এ ঘরের ছাঁদে উঠে অবস্থান করে ফজরের অপেক্ষায় থাকতেন, আর ফজরের আজানের সময় হলে এই দোয়াটি পাঠ করতেন। "আল্লাহুম্মা ইন্নি আহমাদুকা ওয়াছতায়িনুকা আলা ক্বোরাইশ আন ইউকিমু দ্বীনাকা" এবং পর পরই আজান দিতেন। এই দোয়াটি তিনি কখনো ভুলে যেতেন না বরাবরই আজানের পূর্বে পড়তেন। বুঝা গেল, আজানের পূর্বে কোন দোয়া-পাঠ করা জায়েজ। দোয়াসমূহ হতে দুরুদ শরীফই হলো উত্তম দোয়া ও জিকির। তাই আজানের পূর্বে দরুদ শরীফ পাঠ করা হযরত বেলাল (রাঃ) এর উপরোক্ত দোয়া পাঠ হতে প্রমাণিত। বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফিসীরে রুহুল মায়ানী" ১১তম খন্ড ১৭১ পৃষ্ঠা তাফসীরের রহুল বায়ান" ৭ম খন্ড ২২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যেক দোয়ার পূর্বে ও পরে দোয়া তথা দুরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। আভিধানিক অর্থে আজান যেহেতু দোয়া, আহবান ইত্যাদি সেহেতু আজানের পূর্বে ও পরে দুরুদ শরীফ পাঠে কোন আপত্তি থাকতে পারে না বরং তা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হয়। প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ আল্লামা আলাউদ্দিন হাস্কফীর মতে, সাধারণ সময়ে (সাত স্থান ব্যতীত) দুরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। (সূত্র : দুররুল মুখতার ১ম খন্ড ৩২২ পৃষ্ঠা) আল্লামা কাজী আয়াজের মতে, পবিত্র কুরআনে যেহেতু দুরুদ শরীফ পাঠের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়নি সেহেতু নিয়মিত দুরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিবের পর্যায়ে। (সূত্র ঃ শেফা শরীফ ২য় খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা)। আল্লামা শায়খ মাঈন বিন শায়খ আব্দুল মজিদ আশশাফেঈ প্রণীত (ফাতহুল মায়ানীর) হাশিয়া এয়ানাতুত তালেবীন কিতাবে ২২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে ইকামতের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। যা বর্তমানে ইরাক আম্মান, মিশর, সিরিয়া, সুদান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ভারত ও পাকিস্তান সহ আরো অন্যান্য আরব মুসলিম দেশসমূহে প্রচলন রয়েছে। যা আমি (লেখক) ইরাকস্থ সাদ্দাম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় অবলোকন করেছি। আল্লামা শামী (রহঃ)'র মতে, আজানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করার প্রথা চালু হয় ৭৮১ হিজরীতে (সূত্রঃ) হোছনুল মোহাজারা কৃত আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ)। আল্লমা ছাখাবী প্রণীত "আলকাউলুল বাদিঈ" কিতাবে ৭৯১ হিজরীতে চালু হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাঁর মতে সুলতান নাসের ছালাউদ্দীনের শাসনামলে তাঁরই নির্দেশে আজানের পর দুরূদ শরীফ পাঠের প্রথা চালু হয়েছিল। আল মোতাদিল মোনতাদিল কৃত ফজলে রাসূল বাদাউনী (রঃ) কিতাবে রয়েছে কোন একটা মোস্তাহাব কাজের উপর একমত সাব্যস্থ হবার পর তা 'হারাম' বলা কুফুরী। তাই আজানের পূর্বে দুরুদ শরীফ পাঠ করার বিরোধীতা করে বিদাআত বলা, গীতা পাঠের সাথে তুলনা করা, হিন্দুদের উলু দেওয়ার সাথে তুলনা করা নিঃসন্দেহে কুফুরীর অন্তর্ভূক্ত। এ ব্যাপারে ফতোয়ায়ে কাজী খান,ফতোয়ায়ে শামী ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে বলবো আজানের পূর্বে দরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব তথা অতি উত্তম কাজ। যে সমস্ত স্থান বা মসজিদে এ প্রথা চালু আছে তাদেরকে মোবারক বাদ এবং যে সমস্ত মসজিদে এখনো পর্যন্ত চালু করা হয়নি তাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা এ প্রথা চালু করে নবী প্রেমের প্রতি মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করবেন। এটা করলে আল্লাহর পক্ষ হতে ছাওয়াব পাবেন। তাই আসুন আর বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি বিভ্রান্তির অপনোদন

এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, সহকারী সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব

জিজ্ঞাসা : ১২ই রবিউল আউয়ালকে ঈদ-ই মীলাদুন্নবী (সাঃ) হিসেবে উদযাপন করা হয়। কিন্তু এই দিনটিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যু দিবস হিসেবে শোকদিবস পালন করা হয় না কেন? অথচ তিনি একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং একই দিনে মৃত্যুবরণ করেছেন?

জবাব : অতি সংক্ষেপে আমরা এই বিষয়টি এভাবে আলোচনা করতে পারি-

(ক) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহপাক নেয়ামতের শোকরগুজারীর নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, "তোমরা যদি (নেয়ামতের) শোকরগুজারী কর, আমি তোমাদিগকে অধিক হারে নেয়ামত প্রদান করব"। কিন্তু তিনি শোকরগুজারীর পরিবর্তে শোক ও মাতমজারী করার নির্দেশ প্রদান করেননি। বরং শোক ও মাতমজারীর দ্বারা নেয়ামতের নাশোকর প্রকাশ প্রায়, নেয়ামতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "যদি তোমরা নাশোকরী ও কুফুরী কর, তাহলে অবশ্যই আমার আযাব কঠিন"। এজন্যই ১২ই রবিউল আউয়ালকে শোকদিবস হিসেবে মুসলিম বিশ্বের কোথাও উদযাপন করা হয় না বরং ঈদ-ই মীলাদুন্নবী হিসেবে পালন করা হয়।

(খ) শোক ও মাতমজারী কোন নেয়ামত শেষ হয়ে গেলে, চিরতরে চলে গেলে কিংবা উহার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও উপকারিতার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেলে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করাতেই তো তাঁর কোন কিছু নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন, সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন। তাঁর নবুওত ও রিসালাত এবং উত্তম আদর্শের লয়, ক্ষয়, পরিবর্তন, নিঃশেষ কিছুই নেই। আবাদুল আবাদ পর্যন্ত তাঁর সবকিছুই সৃষ্ট জগতের মুক্তি ও নিষ্কৃতির জন্য অটুট ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। সুতরাং এহেন নেয়ামতের জন্য শোক ও মাতমজারী করার কোন অবকাশই নেই। বরং শোকরগুজারী করাই শ্রেয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যু বা বেছালও একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। কেননা, তিনি আল্লাহপাকের নির্দেশ মোতাবেক মৃত্যুরূপ নেয়ামতকে আলীঙ্গন করে পরকালীন জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্পন্ন করার তাওফিক লাভ করেছেন। কবরে, হাশরে, মীজানে, পুলসিরাতে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের বেলায় তিনি অগণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন যার পথযাত্রা মৃত্যুর মাধ্যমেই পরিসাধিত হয়েছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যু শোকও মাতমের পরিচায়ক নয়। বরং তা হচ্ছে উম্মতের জন্য অধিক নেয়ামত ও রহমত লাভের মোক্ষম উপকরণ। সুতরাং এর জন্য শোক ও মাতমজারীর কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না।

(ঘ) উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেলাদত এবং রেহলত অর্থাৎ পরলোকগমন উভয়টিই রহমত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার পরলোকগমন উভয়টিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও রহমতস্বরূপ"। এজন্য ১২ই রবিউল আউয়ালকে শোকদিবস নয় বরং ঈদের দিন হিসেবে উদযাপ করাই উত্তম ও আফজল।

উজ্জীবন লাইব্রেরী

দেশ-বিদেশের সুন্নী লেখকদের কিতাব, বই, পুস্তক, মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই, মাসিক তরজুমান, সুন্নীবার্তা সহ প্রখ্যাত বক্তা ও নাত শিল্পীদের অডিও ক্যাসেট, ভিডিও সিডি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
কাদেরীয়া মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবাইলঃ ০১৮১৫৪১০২৬২

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবীদের প্রতি নসীহত : প্রথম খণ্ড

(ওহাবীদের গোমরাহী ও আহলে সুন্নতের উলামা কর্তৃক তার খণ্ডন)

মূল : আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক (তুরস্ক)

অনুবাদ : কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

(পূর্ব প্রকাশের পর)

মকতুবাত গ্রন্থে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী লিখেছেন, যেহেতু ঈমান হচ্ছে হৃদয়ের (ক্বলব) সম্মতি ও দৃঢ় বিশ্বাস, সেহেতু এর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। যে বিশ্বাস বাড়ে বা কমে সেটাকে ঈমান বলে না বরং কল্পনা বলে। যখন কোনো ব্যক্তি এবাদত ও আল্লাহ তায়ালার পছন্দকৃত আদেশসমূহ পালন করে, তখন তার ঈমান আলোকোজ্জ্বল (নুরানী) হয়ে ওঠে। আর যখন কোনো ব্যক্তি গুনাহ সংগঠন করে, তখন তার ঈমান নিষ্প্রাণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব এবাদতের ফলে (ঈমানের) ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনই হচ্ছে হ্রাস বা বৃদ্ধি। ঈমানের নিজের মধ্যে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। কেউ কেউ বলেছেন যে, নূরাণী (আলোকোজ্জ্বল) ঈমান অন্ধকারাচছন্ন ঈমান থেকে বেশি এবং তাঁরা অন্ধাকারাচ্ছন্ন ঈমানকে ঈমান হিসেবে গণ্য করেননি। তাঁরা কিছু মানুষের কম আলোকোজ্জ্বল ঈমানকে ঈমান বিবেচনা করেছেন, তবে বলেছেন যে, এই ধরনের ঈমান অন্যদের ঈমানের চেয়ে কম, যেন এই দুই ধরনের ঈমান দুইটি আয়নার মত, যেগুলোর ঔজ্জ্বল্য দুইটি ভিন্ন পর্যায়ের এবং উজ্জ্বল আয়নাটি কম উজ্জ্বলটির চেয়ে পরিস্কার প্রতিফলন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, উভয় আয়নাই সমকক্ষ, তবে তাদের ঔজ্জ্বল্য এবং প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। অর্থাৎ তাদের উপাদান ভিন্ন। যাঁরা প্রথমোক্ত তুলনাটা দিয়েছেন, তাঁরা বাহ্যিক চাকচিক্যটাই দেখেছেন, কিন্তু মূল বিষয়বস্তু উপলিব্ধ করতে পারেননি। আবু বকরের ঈমান আমার সকল উম্মতের ঈমানের চেয়ে ভারী -হাদিসটি ঔজ্জ্বল্যের দৃষ্টিকোণেরই তুলনামাত্র। (ইমাম-এ রাব্বানী আহমদ আল ফারুকী আস সিরহিন্দী : মকতুবাত শরীফ)।

ওহাবী গ্রন্থটি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেঃ কোনো মুসলমানের ঈমান সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি সে আমাকে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্যদের চেয়ে বেশি না ভালবাসে' এবং এর পর লিখেঃ ক্বলবের মধ্যে ভালবাসা আছে। এটা ক্বলবের একটা কাজ; সুতরাং এই হাদীসে প্রতিভাত হয় যে এবাদত ও আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমানের পূর্বশর্ত। (ফাতহুল মজীদ)

ভালবাসা এটা ক্বলবের (অন্তরের) কাজ নয়; বরং সিফাত (গুণ)। যদি তাকে আমরা একটি বারের জন্যে কাজ হিসেবে ধারণা করিও, তবুও এ কথা বলা যাবে না যে, শরীরের সম্পাদিত কাজসমূহ অন্তরেরই কাজ। মহা অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই সব অপরাধ সংগঠনের ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে না; সংক্ষেপে, অন্তরের ভাল কাজ হচ্ছে ঈমান স্থাপন করা এবং খারাপ কাজ হচ্ছে অবিশ্বাস (কুফর) করা অথবা বিশ্বাসহীন থাকা। অবিশ্বাস (কুফর) করা অথবা বিশ্বাসবিহীন থাকা। অবিশ্বাস (কুফর) দেহের কোনো কাজ নয়। উদাহরণস্বরূপ, মিথ্যা কথা বলা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং মিথ্যাবাদী একটি খারাপ কাজ সংঘটনকারী। কিন্তু সে কাফিরে রূপান্তরিত হবে না। তবে, মিথ্যাকে যে ব্যক্তি হারাম হিসেবে বিশ্বাস করবে না, সে কাফের হয়ে যাবে।

ওহাবীটি দাবি করে, অন্তরের বিশ্বাস ও আমলের মাধ্যমে এবং জিহবা দ্বারা সমর্থন ও এবাদতের মাধ্যমে ঈমান খাঁটি হয়। কিন্তু ৩৩৯ পৃষ্ঠায় সে বলে, যদি কেউ আল্লাহকে ভালবাসে, তাহলে তাঁর অনুগত ও ভালবাসাপ্রাপ্ত নবী-ওলীদেরও তার ভালবাসা উচিৎ (ফাতহুল মজিদ)

অতএব, আউলিয়া এবং মুরশিদদেরকে ভালবাসা আল্লাহকেই ভালবাসার চিহ্নমাত্র। যারা এভাবে ভালবাসা প্রকাশ করেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। আল্লাহ পাক যাদেরকে ভালবাসেন না তাদেরকে ভালবাসা হারাম ও কুফর: আর তিনি যাঁদেরকে ভালবাসেন তাঁদেরকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ এবং অত্যন্ত জরুরী দায়িত্ব। এটাই হলো আল হুব্বু ফিল্লাহ্ ওয়াল বুগ্বদু ফিল্লাহ্ নামক এবাদত। এই এবাদতকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন অন্য জিনিসকে ভালবাসে। কিন্তু মুসলমান যেহেতু আল্লাহ পাককে ভালবাসেন, সেহেতু তাঁর ভালবাসাপ্রাপ্ত নবী ওলীগণকেও তাঁরা ভালবাসেন। ওহাবীরা এই দুই ধরনের ভালবাসার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কাফেরদের ভালাবাসাকে তিরস্কারকারী আয়াতগুলো তারা মুসলমানদের ভালাবাসার ওপর চাপিয়েছে।

ওহাবী পুস্তকটি এবাদতকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করে আহলে সুন্নাতের কুৎসা রটনা করেছে। কারণ আহলে সুন্নাত ওহাবীটির কথায় বিশ্বাস করেন না। বাহাত্তরটি ভ্রান্ত ফেরক্বার অন্তর্গত খারেজী সম্প্রদায় এবং তাদের ওহাবী অনুসারীরা আয়াত ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করে না কিন্তু ভুল বুঝে থাকে এবং বলে থাকে যে, ফরয পালন করা ও হারাম পরিহার করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, আর ঈমানের ছয়টি ভিত্তিতেই শুধু বিশ্বাস করা অপরিহার্য নয় বরং মুমিন (বিশ্বাসী) হতে হলে শরিয়ত অনুযায়ী আমলও করতে হবে এবং তারা আরও বলে যে, শুধুমাত্র একটি ফরযকে অমান্য করলেই কাফের হয়ে যেতে হবে এবং যে ব্যক্তি হারাম (নিষিদ্ধ) সংঘটন করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের। ভুল বুঝে ওহাবীরা মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। অথচ, ঈমান হচ্ছে কাফেরকে কাফের এবং হারামকে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করা। অবিশ্বাস (কুফর) ও আমলবিহীন বিশ্বাস দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা। খারেজী এবং ওহাবীরা এই দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আহলে সুন্নত থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তবুও এর জন্যে তারা কাফের হবে না। তারা আহলে বিদআত হবে। কিন্তু যারা বেআমল, ফাসিক মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দেয় তারা নিজেরাই কাফেরে পরিণত হয়। একটি হাদীসে এরশাদ হয়েছে, 'বিদয়াতীদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারীদের হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালা ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি বিদ্য়াতীকে সমালোচনা করবে তাকে আল্লাহ পাক পুনরুত্থান দিবসের ভীতি থেকে স্বীয় খাস্ রহমতে মুক্ত করে দেবেন। 'পুনরুত্থান দিবসের আযাব তথা শাস্তি থেকে মুক্তি আকাঙ্খীদের উচিৎ আহলে সুন্নাতের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ঈমান আক্বিদা খাঁটি করে সেই অনুযায়ী আমল করা।

ওহাবী পুস্তকটি মূর্তিপূজারী কাফেরদের প্রতি নাযিলকৃত আয়াতসমূহ প্রদর্শন করে বক্তব্য রাখে: আয়াতগুলো স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে 'মৃত' নবী-ওয়ালীগণ এবং দূরে অবস্থিত (জীবিত) নবী-অলীগণের কাছে মৌখিকভাবে সাহায্য প্রার্থনাকারী একজন মুশরিক (পৃষ্ঠা ৯৮, ১০৪ ফাতহ আল মজিদ)।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করে না যে মধ্যস্থতাকারীগণ নিজেদের ক্ষমতায় সাহায্য ও কর্মসম্পাদন করে থাকেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাক যেহেতু নবী ওলীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন, সেহেতু তাঁদের দোয়া কবুল করে নেন এবং তাঁদের ওয়াস্তে তাঁদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে দেন। ওহাবীরা আয়াতগুলো অর্থ পরিবর্তন করে মুসলমানদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে। কোনো মানুষকে পূজা করার অর্থ হচ্ছে তার কথানুযায়ী চলে শরীয়তের অমান্য করা এবং তার কথাকে কুরআন ও সুন্নাহর ওপরে সম্মান করা। কিন্তু শরীয়ত মান্য করতে আদেশকারীকে মান্য করার বেলায় তা হতে পারে না। ওহাবীরা এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি উপলব্ধি করতে পারে না। এ দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে তারা।

খাইবারের যুদ্ধে হযরত আলী (ক:)-এর চক্ষু বেদনা দেখে দেয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাক লালা চোখের ওপর রেখে দোয়া করেন। হযরত আলী (রা:)-এর চোখ ভাল হয়ে যায় এবং তাতে আর কোনো বেদনা অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহতায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওয়াসিলায় তাঁকে সুস্থতা দিয়েছেন। ঘটনাটি ওহাবী পুস্তকটির ৯১ নং পৃষ্ঠায় আছে এবং তাতে বুখারী ও মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতিও বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। *(চলবে)*

pdf By Syed Mostafa Sakib

আওলাদে রাসূলের মর্যাদা ও হক্কানী পীরের প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

যাবতীয় প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালকের। অসংখ্য দুরূদ ও সানা রাহমাতুল্লিল আলামিনের পবত্রি কদম মোবারকে যার সৌজন্যে বিধাতা তামাম জাহান সৃজন করেছেন। অগাধ প্রেমভক্তি আউলিয়ায়ে কামেলীনদের দরবারে বিশেষ করে নবী বংশের প্রতি। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পৃথিবীতে নবীগণকে মোকারকম তত্তা সম্মানিত করেছেন। বিশেষ করে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আমার ওফাতের পর তোমরা দু'টা জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে; তবে তোমরা পথভ্রষ্টহবে না, আর তা হলো আল্লাহর কালাম ও আমার বংশধর। আলোচ্য হাদীস শরীফ হতে বুঝা গেল নবীর বংশধর আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং, নবীর বংশধর আছে এ কথা যারা বিশ্বাস করে না তারা হয়ত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নতুবা নবীর হাদিসের বিরোধী। মক্কার কাফের মুশরিকরা আল্লাহর নবীকে নির্বংশ বলে তোহমত দিতে লাগল। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে শান্তনা প্রদান করতে গিয়ে সূরা নাযিল করে দিলেন যা কেয়ামত পর্যন্ত সকল লোকদের জন্য দলিল হয়ে গেল যে হাবীব আপনাকে অনেক দান করেছি অর্থাৎ কাশেম, তৈয়্যব ও তাহের ইবরাহীম চলে যাওয়াতে আপনি মনে কষ্ট নিবেন না; বরং আপনি আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন করতে থাকুন। আর যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশও লোজকাটা। হে হাবীব দেখবেন তাদের নাম নেওয়ার মত দুনিয়াতে কেহ থাকবেনা, কেহ তাদের নাম নিলেও ভৎসর্নার জন্য নিবে আর আপনার উম্মতগণ কেয়ামত পর্যন্ত আপনার গুণকীর্তণ করতেই থাকবে। সুবহানাল্লাহ চিন্তাশীল পাঠক একটু ভেবে দেখুন যারা রাহমাতুল্লিল আলামিনকে গালাগালি করেছে, অসম্মান করেছে নির্বংশ বলেছে তাদের নাম জমিনে কেহ-ই স্মরণ করছে না এবং করবেও না। আর আমাদের নবীর গুণকীর্তণ শুধু মানুষই করে না আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিই করে। এমনকি স্রষ্টা নিজেও করে। আল্লাহ তাঁর সমস্ত ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে দুরূদ পড়ে এবং আমাদেরকে পড়তে বলে। এবং মহান আল্লাহ নিজে বলেন ওগো মাহবুব আমি আপনার স্মরণকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছি। সুতরাং দুনিয়ার কেহ নবীর শানে বেয়াদবিমূলক কথা বললে আল্লাহর লানত তথা ইহ-পরকালীন দূর্ভোগ ছাড়া তার কপালে আর কিছুই মিলবেনা। সূরা কাউছারের শানে নযূল পড়লে বিস্তারিত জানতে পারবেন যে নবীর বংশধর আছে কি না? নিশ্চয়ই নবীর বংশ আছে এবং থাকবে। নবীর সাথে যে বা যারা বেয়াদবী, দুশমনী করেছে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর ভাবে গালি দিয়েছেন। অভিসম্পাত করেছেন যেমন ওলিদ ইবনে মুগীরাকে, কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে জারজ সন্তান পর্যন্ত বলেছেন। এমনকি আল্লাহর বড় কুদরত যে আবু লাহাব, ওতবা, শায়বা, ওলিদ, ইয়াযিদ নামে কোন ব্যক্তির নাম মুসলমানেরা তো রাখেই না বা রাখবেই না কোন কাফের মুশরিক অমুসলিমরা পর্যন্ত ঐ সমস্ত নাম তাদের সন্তানের নাম হিসেবে রাখে না। সুহাবান্নাল্লাহ। ইনশাল্লাহ! নসলী ও রুহানী ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত নবীর বংশ থাকবে। এখনো যারা এই কথা বলে বেড়ায় যে, নবীর বংশ নাই প্রকৃতপক্ষে তারা আবুলাহাব ওতবা শায়বার মত। কেহ এ রকম বলে থাকলে অতি তাড়াতাড়ি বিশেষ তওবা করে নিন এবং না জেনে ইসলাম ও ইসলামের পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে কথা বলা থেকে সাবধান থাকুন। সর্বোপরি নবীর ব্যাপারে কথা বললে ভেবে-চিন্তে বলুন, সতর্ক থাকুন নতুবা কিঞ্চিত আদবের খেলাফ হলে আনপার অজান্তেই ঈমান চলে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلَاتَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ (সূরা হজরাত)

আদবে খোদা মিলে বেআদবে মু'আল্লিমুল মালাইকা হয়েও ইবলিস হয়েছে।

কোন কবি বলেন-

বা খোদা দেওয়ানা বসাদ
বা মোহাম্মদ হুশিয়ার

তুমি আল্লাহ সম্পর্কে যা-ই বলনা কেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাতের ব্যাপারে সাবধান। আমাদের বংশ যে ভাবে সাধিত হয় নবী সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি ওয়া সাল্লামার বংশ সাধিত হয়েছে ব্যতিক্রম ভাবে। আমাদের বংশ সাবিত হয় ছেলে দ্বারা কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামার বংশ আল্লাহ সাবিত করেছেন মেয়ের দ্বারা। এখানে আরেকটি মাসয়ালা বের হয় যে নবী আমাদের মত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফাতেমা আমারই শরীরের অংশ। অন্য হাদিসে বলেছেন হুসাইন আমা হতে এবং আমি হুসাইন হতে। সুবাহানাল্লাহ। যে হুসাইনকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকেই কষ্ট দেয়। নবীকে কষ্ট দিয়ে পৃথিবীতে কেহই আবার ঈমানদারী দাবী করতে পারে না। কারবালার জমিন থেকে মুসলমান দুই প্রকারের হয়েছে। প্রথম ও গ্রহণযোগ্য হলো হুসাইনী মুসলমান। দ্বিতীয়ত বিতাড়িত ইয়াজদী মুসলমান। ইয়াজিদ অর্থ ও ক্ষমতা লোভে নবী বংশ হযরত হুসাইন (রাঃ) কে শহীদ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এখনও কিছু লোক আছে যারা নামাজও পড়ে আবার ইয়াজিদকেও মহব্বত করে। আফসোস তাদর জন্য। অথচ ইমাম হোসাইন (রঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওাসাল্লামার অত্যন্ত আদরের এবং পাক পাঞ্জাতনের মধ্যে একজন যার রক্তের বিনিময়ে আল্লাহর দরবারে উম্মতে মোহাম্মদী নাজাত পাবে এই ইমাম আলী মকামকে একদল নামধারী মুসলমান তাদের লেখনী ও বক্তব্যে বিদ্রোহী বলেছেন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তাদের হেদায়াত দান করুন। আহলে বায়াতের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। ইমাম শাফি (রহঃ) বলেন–

ইয়া আহলা বাইতে রাসূলিল্লাহ হববুকুম
ফারদুম মিনাল্লাহে ফিল কুরআন আনযালাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলে বায়াত এর ভালবাসার কথা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কালামে পাকের সূরা শুরার ২৩ আয়াতে বলেছেন। এছাড়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের সূরা আহযাব, আলে ইমরান নিসা, আনফাল, দোহা সহ আরো অনেক সূরাতে আহলে বায়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হযরত জুনায়েদ বোদদাদী (রহঃ) আওলাদে রাসূল কে তা'জীম করে আজ জগত বিখ্যাত অলীয়ে কামেল হয়েছেন অথচ তিনি ছিলেন একজন কুস্তিগীর। বিরাট কুস্তিগীর হওয়ার দরূণ তৎকালীন রাজার নিকট হতে মোটা অংকের টাকা পাইতেন। তিনি টাকার চিন্তা না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের কথা চিন্তা করে নিজেকে ছোট করার কারণে আজ তাঁর এই মহান তরকা যা কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক আশেকে রাসূলই তাকে স্মরণ করবে।

সমাপনীতে আমি সকলের উদ্যেশে এটাই বলব যে, আওলাদে রাসূলের সাথে দুশমনি না করে দোস্তী গড়ে তুলুন তাহলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি মিলবে নতুবা ফেরেস্তারা ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবে।

সুদূর পাকিস্তান হতে আগত ইসলাম ওসুন্নীয়াত প্রচার করতে আসেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৪১তম বংশধর উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল মুর্শিদে বরহক রাহনুমায়ে শরীয়াত ও তরিকত হাদিয়ে দ্বীন ও মিল্লাত হযরাতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা. জি.আ.)। আমাদের উচিত নবী বংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের সাথে মুহাব্বত রাখা, তাদের আহবানে সাড়া দেয়া। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে যার সাথে সম্পর্ক রাখে কেয়ামতের দিন তার সাথে হাশর হবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করেন। من يرد الله به خيرا يفقهفى الدين আর তারা (ধর্মীয় গুরু তথা .....) শয়তানের মোকাবেলায় সহস্র ইবাদতকারী হতে উত্তম।। সুতরাং তাদের সাথে দুশমনী না করে বন্ধুত্ব স্থাপন করা জরুরী। আল্লার অলিদের সাথে সম্পর্ক রাখলে ইহ-পরকালীন কল্যান নিহিত রয়েছে-আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের কথা

এক জমানা ছোহবতে বা আউলিয়া
বেহতর আজ ছদ ছালে তায়াত বেরিয়া

বাংলা কবি বলেন-

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

আল্লাহ তায়ালা ফরমান يايها الذين امنوا كونوامع الصدقين হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের (আল্লাহর অলীদের) সাথে থাক।

রাব্বুল আলামিন বলেন-তোমরা অছিলা তালাশ কর।

পরিশেষে বলব আল্লাহর রাসূলকে পেতে হলে আওলাদে রাসূলের সাথে দুশমনী না করে তাঁদের কদমে নিজেকে সপে দিন এবং জান্নাতী হউন। আল্লাহ সকলকে সেই তওফীক দান করুন আমিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও জানাযার নামাজ প্রসঙ্গে

মূল ঃ ডক্টর আল্লামা তাহেরুল কাদেরী

ভূমিকা ঃ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ইহকালীন জীবনের সমাপ্তি আর পরকালীন জীবনের শুরু। মৃত্যুর পর মৃত মুসলমানদের জন্য কি করতে হবে- তার সুন্দর বর্ণনা রাসুল (দঃ) দিয়েছেন হাদীস শরীফে। একজন মুসলমান যখন মৃত্যুর মুখে মহা সংকটে পতিত হয়, তখন তাকে কলমার তালক্বিন করা,মৃত্যু বরণ করার পর তাকে গোসল দেওয়া, কাফন পরিধান করানো, জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা, দোয়ার আয়োজন করা সর্বশেষ দাফন করা। এ সকল কাজে যারা অংশগ্রহণ করবে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা কি বিনিময় পাবেন- সে সংক্রান্ত হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লামা ডক্টর তাহেরুল কাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ)। তার হাদীস শাস্ত্রের সংকলিত কিতাব মিনহাজুস ছাবীর "মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও জানাযার নামাজের বিধান" অধ্যায়ে। বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের সুবিধার জন্য বাংলায় অনুবাদ করে পেশ করলাম। যাতে আমরা মৃত ব্যক্তির দাফন ও জানাযা সংক্রান্ত কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি।

عن انس ﷺ قال: مروا بجنازة فاثنوا عليها خيراً فقال النبى ﷺ: وجبت. ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شراً فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب ﷺ ما وجبت؟ قال: هذا اثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا اثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، انتم شهداء الله فى الارض. متفق عليه

হাদীস নং- ০১ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত (কিছু লোক) একটি লাশের সাথে পথ অতিক্রম করছিল এবং তারা ঐ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন তখন হুযুর (দঃ) বললেন- ওয়াজিব হয়ে গেল। অতঃপর কিছু লোক আরেকটি লাশের সাথে পথ চলছিল এবং তারা ঐ মৃত ব্যক্তির খারাপ দিক বর্ণনা করল। তখন হুযুর (দঃ) বললেন ওয়াজিব হয়ে গেলো। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব আরয করলো-কি ওয়াজিব হলো ইয়া রাসুলাল্লাহ্? হুযর (দঃ) বললেন-, তোমরা ঐ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করার কারণে তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং যে মৃত ব্যক্তির খারাপ বর্ণনা করেছো- তার জন্য দোজখ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা জমিনের উপর আল্লাহর স্বাক্ষী"। বুখারী কিতাবুল জানায়িজ-পৃষ্টা ৪৬০। মুসলিম কিতাবুল জানায়িজ ২য় খন্ড- প্রষ্ঠা-৬০০।

عن ابى هريرة ﷺ عن النبى ﷺ قال: اسرعوا بالجنازة، فان تك صالحة فخير تقدمونها، وان يك سوى ذالك، فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه

وفى رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.

হাদিস নং- ০২ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসুল (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (দঃ) বলেছেন- তোমরা মৃত ব্যক্তিকে যথাশীঘ্র দাফন কর। কেননা মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয়- তা হলে তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে প্রেরণ করতেছ। আর যদি মৃত ব্যক্তি অন্য রকম হয় তাহলে তোমরা খারাপ বস্তু কাধ থেকে নামালে। সহীহ বুখারী প্রথম খন্ড ৪৬০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড ৬৫৫ পৃষ্ঠা। সুনানে নাসাঈ ১৯৩২ পৃষ্ঠা।

عن ابى سعيد الخدرى ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ لقنوا موتاكم لااله الا الله. رواه مسلم، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح

pdf By Syed Mostafa Sakib

عن عثمان بن عفان ﷺ كان النبى ﷺ اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه' فقال: استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل. وقال الحاكم هذا حديث صحيح رواه ابوداود و البزار

হাদিস নং- ০৬ ঃ হযরত উসমান বিন আফ্ফান যুননুরাইন রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা থেকে অবসর হতেন- তখন তার ক্ববরের কাছে দাঁড়াতেন এবং বলতেন তোমরা আপন ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর (আল্লাহর কাছে) তার জন্য ছাবিত কদম অর্থাৎ ঈমানের উপর সুদৃঢ়তা কামনা কর। কেননা তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে। ইমাম হাকেম বর্ণনা করেন উক্ত হাদিসখানা সহীহ্ বা বিশুদ্ধ। আবু দাউদ, ৩য় খন্ড- ২১৫ পৃষ্টা।

عن ابى رافع اسلم مولى رسول الله ﷺ ان رسول الله ﷺ قال: من غسل ميتا فكتم عليه' غفر الله له اربعين مرة. رواه الحاكم و الطبرانى والبيهقى

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم

হাদিস নং- ০৭ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু এর গোলাম হযরত রাফে আসলাম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বর্ণনা করেছেন- যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাল এবং এর রহস্য গোপন রাখল তা হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। ইমাম হাকেম উক্ত হাদিস খানাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

হাকেম মুসতাদেরকে ১৫০৫ পৃষ্টা, তিবরানী মু'জামিল কাবির- ১ম- ৩১৫ পৃষ্টা।

(অনুবাদ : মুফতী আশরাফুল ওয়াদুদ)

হাদিস নং- ০৩ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাদ্বি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তোমরা মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে তালক্বিন কর লা-ইলাহা-ইল্লাল্লার। (মুসলিম) ইমাম তিরমিযি এই হাদীস খানাকে হাসান এবং সহী বলেছেন।

عن عائشة رضى الله عنها' عن النبى ﷺ قال: ما من ميت تصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مائة' كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. رواه مسلم

وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح

হাদিস নং- ০৪ ঃ উম্মূল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত রাসুল (দঃ) বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জানাজা এমন একটি জামাতে অনুষ্ঠিত হল- যার মধ্যে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা একশতের বেশী এবং ঐ জানাজায় অংশ গ্রহণকারী সকলেই মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য সুপারিশ করলো-তাহলে এই সুপারিশ অবশ্যই কবুল হবে। মুসলিম-২য় খন্ড, পৃষ্টা- ৬৩৫, তিরমিযি- ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৮নাঈম- ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৫

عن ابى هريرة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابوداود وابن ماجة وصححه ابن حبان

হাদিস নং- ০৫ ঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন- যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাজার নামায সম্পন্ন করে ফেলবে তখন তার জন্য (পৃথক ভাবে) খালেছ অন্তরে মহান আল্লাহর দরবারে দো'আ কর। আবু দাইদ- কিতাবুল জানাইজ- ৩য় খন্ড- ২১০, ইবনে মাজাহ- কিতাবুল জানাইজ- ১ম খন্ড- ৪৮০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যমযম কুপ পুনরুদ্ধার ঃ নূরে মুহাম্মদীর একটি ফয়েজ

সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পদাঘাতে যে পবিত্র যমযম কুপ সৃষ্টি হয়েছিল, তা কালক্রমে শুকিয়ে পানি শূন্য হয়ে যায়। কাবার তাওয়াফকারীরা তাতে গরু উটের নাড়ি ভূড়ি ফেলে যেতো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা খাজা আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঐ পরিত্যক্ত ও নিখোঁজ যমযম কূপ পুনরায় উদ্ধার করে তা পূনঃখনন করেন- যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে। কিভাবে তিনি যমযম কুপের সন্ধ্যান পেলেন- তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আবদুল মুত্তালিব বলেন-"আমি হাতীমে কা'বায় ঘুমিয়ে আছি এমন সময় এক অচেনা আগন্তুক এসে স্বপ্নে আমাকে বললেন, পবিত্র কুপ খনন করো। আমি প্রশ্ন করলাম- কোন্ পবিত্র কুপ? আগন্তুক এর কোন জবাব না দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন আমি নিজ ঘরে একই স্বপ্ন দেখলাম। আগন্তুক জবাব না দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তৃতীয় রাত্রে পূনঃ ঐ আগন্তুক এসে স্বপ্নে আমাকে বললেন- পবিত্র ও সংরক্ষিত কুপ খনন করো। আমি বললাম- যমযম কি? তিনি বললেন-"যে কুপের পানি কখনও কমেনা বা শুকায়না; যা সর্বোচ্চ সংখ্যক হাজীদেরকে খাবার পানি সরবরাহ করতে পারবে। ঐ কুপটি গোবর ও রক্তের মাঝখানে এবং সাদা ডানা বিশিষ্ট কাকের বাসার নিকটে, পীপড়ার ঢিবির কাছে অবস্থিত"।

এ ঘটনা ঘটেছিল আবদুল মুত্তালিবের যৌবন বয়সে- যখন হারিস ছাড়া তার অন্য কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। তিনি যমযম কুপের বৈশিষ্ট ও স্থান সর্ম্পকে নিশ্চিত হয়ে পরদিন সকালে একমাত্র পুত্র হারিসকে সাথে নিয়ে কোদাল বা শাবল সাথে করে বর্তমান যমযমের নিকট গেলেন এবং গোবর, রক্ত, সাদা কাকের বাসা ও পীপড়ার ঢিবি দেখে খনন কাজ শুরু করলেন। লোকেরা হাসাহাসি ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগলো। আবদুল মুত্তালিব খনন করতে করতে একটি পাথর দেখতে পেলেন-যেখান থেকে কুপের উৎপত্তি হয়েছে। আনন্দের আতিশয্যে তিনি "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। কুরাইশরা ঐ ধ্বনী শুনে ছুটে এলো এবং বললো- ওটা তো আমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইসমাঈলের কুপ। এতে আমাদেরও হক্ক আছে। আবদুল মুত্তালিব বললেন-না, এটা আমাকে দেয়া হয়েছে, তোমাদেরকে নয়। তারা বললো-আপনি হক ইনসাফ করুন, নতুবা আমরা আপনাকে ছাড়বোনা। আবদুল মুত্তালিব শক্তিতে দূর্বল- তাই তিনি প্রস্তাব করলেন- এই বিরোধ মীমাংসায় আমি সালিস মানি। তোমাদের পছন্দমত সালিস সাব্যস্থ করো। কুরাইশদের বনু সা'দ গোত্রের হোযাইম নামে এক জ্যোতিষী মহিলাকে সালিস মেনে কোরাইশদের প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোক নিয়ে আবদুল মুত্তালিবের সাথে তারা ঐ মহিলার কাছে রওনা দিল। আবদুল মুত্তালিব বনু হাশেম গোত্রের কতিপয় লোক নিয়ে তাদের সাথে চললেন। মরুভূমি দিয়ে যেতে যেতে একসময় আবদুল মুত্তালিব ও তার সঙ্গীদের পানি ফুরিয়ে গেলো। পিপাসায় তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো। বনু হাশেমের বিপক্ষীয় লোকেরা আবদুল মোত্তালিবকে এক ফোঁটা পানি দিতেও রাজি হলো না।

এমতাবস্থায় আবদুল মুত্তালিব মৃত্যু আসন্ন মনে করে নিজেদের জন্য ঐ মরুতেই কবর খনন করে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর আবদুল মুত্তালিবের খেয়াল হলো- এভাবে মৃত্যুর কোলে নিজেদের সোপর্দ করে বেকার বসে থাকা তাকদীরের খেলাপ। তাই তিনি সহযাত্রীদেরকে নিয়ে পুনরায় মহিলার মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। হঠাৎ করে উটের পায়ের খুড়ের আঘাতে নীচ থেকে একটি সুপেয় পানির ফোয়ারা নির্গত হলো। আবদুল মুত্তালিব ও তার সঙ্গীরা "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। সোয়ারী থেকে নেমে তারা পানি পান করলেন এবং পানির মশক ভর্তি করে নিলেন। বিরোধী গ্রুপকে তিনি ডেকে বললেন- আল্লাহ আমাদেরকে গায়েবী পানি পান করিয়েছেন। তোমরাও পান করো এবং নিজ নিজ মশক ভর্তি করে নাও। অন্যান্য কোরাইশরা এই ঘটনা দেখে বুঝে ফেললো-আবদুল মুত্তালিবের নিশ্চয়ই কিছু কারামাত আছে। তারা বললো-"মহিলার কাছে যাওয়ার আর দরকার নেই। আল্লাহই ফয়সালা করে দিয়েছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, যমযম কুপের মালিক আপনি একা। আমরা আমাদের দাবী প্রত্যাহার করে নিলাম"। (ইবনে হিশাম)।

আবদুল মুত্তালিবের মানত

যমযম কুপ খননের সময় আবদুল মুত্তালিব নানাহ বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন। জনবল কম হওয়াতে অন্য গোত্রের কুরাইশ যুবকরা যমযম জোর করে দখল করার চেষ্টা করেছিল। তাই আবদুল মুত্তালিব মানত করলেন- যদি তার ঘরে ১০টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং শক্তি বলে তারা যমযম কুপ রক্ষা করতে পারে, তাহলে একজনকে কাবা ঘরের পাশে কোরবানী করবেন। আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করলেন এবং দশ পুত্র দান করলেন। তাদের মধ্যে আমাদের প্রিয় নবীজীর আব্বাজান হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর ও পিতার আদরনীয়। তারা বড় হলে আবদুল মুত্তালিব নিজের মানতের কথা তাদের নিকট পেশ করলে সবাই তাতে রাজী হলো এবং কিভাবে একজনকে নির্বাচন করা হবে, তা জানতে চাইলো।

আবদুল মুত্তালিব প্রত্যেককে একটি তীরের মধ্যে নিজের নাম লিখে আনতে বললেন। তারা তাই করলেন। আবদুল মুত্তালিব দশ পুত্র ও দশ তীর নিয়ে "হুবাল" দেবতার আস্তানায় গিয়ে পরীক্ষা করলো। দশজনের তীর ঐ আস্তানায় সেবকের কাছে জমা দিল। সেবক দশ তীর একসাথে করে এক গোপন জায়গায় রেখে একটি করে টান দিলেন। অমনিই হযরত আবদুল্লাহর নামের তীর বের হয়ে আসলো। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব এক হাতে ছোরা ও অন্য হাতে হযরত আবদুল্লাহকে নিয়ে জবাই করার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। লোকেরা বললো-এভাবে জবাই করা হলে এ প্রথা চালু হয়ে যাবে। বরং এক কাজ করো-হিজাযে চলে যাও। সেখানে এক জ্যোতিষী মহিলা আছে। তার কাছে জ্বীন আছে। তার পরামর্শ নিয়ে দেখ- কি করলে ভাল হয়। আবদুল মোত্তালিব ও তার সফর সঙ্গীরা খাইবারে গিয়ে মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন এবং অবস্থা বললেন। মহিলা পরদিন আসতে বললো। তার কথা মত পরদিন গেলে সে বললো- যাও, দেশে গিয়ে ১০টি উট উৎসর্গ করো। অতঃপর তীর টানো। যদি তোমাদের লোকের নামে তীর বেরিয়ে আসে, তাহলে প্রতিবার ১০টি করে উট জবাই করো। আর যদি উটের নামের তীর বেরিয়ে আসে, তাহলে তোমাদের লোকটি অব্যাহতি পাবে। আবদুল মুত্তালিব তাই করলেন। প্রতিবারেই হযরত আবদুল্লাহর নামে তীর বেরিয়ে আসতে লাগলো। এভাবে ১০ বারে ১০০টি উট জবাই করা হলো। এরপর আবার তীর টানা হলো। এবার আল্লাহর কুদরতে উটের নামের তীর বের হয়ে আসলো। এভাবে তিনবার পরীক্ষা করা হলো। প্রত্যেকবারেই উটের নামের তীর বের হলো। এভাবে হযরত আবদুল্লাহর ফিদইয়া আদায় হয়ে গেলো এবং তিনি প্রানে বেঁচে গেলেন"। (তারিখে ইবনে হিশাম)।

হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্যই বলেছেন-"আনা ইবনুজ জাবিহাতাইনে" অর্থ্যাৎ আমি দুই উৎসর্গীত মহা পুরুষের সন্তান (হযরত ইসমাঈল ও হযরত আবদুল্লাহ)

মন্তব্যঃ উপরোক্ত দুইটি ঘটনা তারিখে ইবনে হিশাম ছাড়াও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল মুত্তালিবের যমযম উদ্ধার ও হযরত আবদুল্লাহর জীবন রক্ষা- উভয়টিই ছিল আমাদের প্রিয় নবীর নূরের বরকত। দাদার পেশানীতে থাকা অবস্থায় যমযম পুনরোদ্ধার এবং মরুভূমিতে পানির প্রস্রবন সৃষ্টি ছিল হুযুরের আর্বিভাবের পূর্বাভাস- যাকে ইরহাসাত বা দালায়িলুন নবুয়ত বলা হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল হযরত ইসমাঈলের কোরবানীর ঘটনার সাথে তুলনীয়। কেননা,একই নূর দুই জনের ললাটেই বিরাজমান ছিল। এই নূরের বরকতেই হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কোরবানীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর জানের বিনিময়ে জবেহ হয়েছিল জান্নাতী দুম্বা এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর জানের বিনিময়ে জবেহ হলো একশত উট।

শিক্ষাঃ যার কলবে নবীজীর নূরের ঝলক ও ফয়েজ বিদ্যমান, সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে- ইন্‌শাআল্লাহ।

আবরাহার হস্তী বাহিনী ধ্বংস

উপরের দুটি ঘটনা ছিল দাদা ও পিতার ক্ষেত্রে। এবার দেখা যাক, মাতৃগর্ভ কালের একটি ঘটনা। নবীজীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র ভূমিষ্টের ৫০ দিনের আগের ঘটনা। ইয়ামানের আবরাহা উপাধীধারী বাদশাহ। মক্কা মোয়াযযমার মান মর্যাদা দেখে তার মনে ঈর্ষা জাগলো। সে ইয়ামানে অতি সুন্দর মনিমুক্তা খচিত একটি বিকল্প কাবা তৈরী করলো এবং আরবের লোকদেরকে ঐ ঘরের তাওয়াফ করার জন্য আহবান জানালো। কিন্তু লোকেরা ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করলো। আরবের বনী কেনানার এক রগচটা লোক গোপনে গিয়ে আবরাহার ঐ গির্জায় পায়খানা করে আসলো। একথা শুনে আবরাহা তেলে- বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং কাবা ধ্বংস করার মানসে বিরাট হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কা রওনা হলো। পথিমধ্যে দু জায়গায় "যুনফর" ও "নুফাইল" নামক দুই সর্দার তাদের গোত্র নিয়ে আবরাহার বাহিনীকে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারালো। অবশেষে আবরাহা তায়েফের পথে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সে মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌছে আসওয়াদ নামক এক হাবশী সৈন্যকে মক্কায় পাঠালো পরিস্থিতি জানার জন্য। আসওয়াদ মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় চারন ভূমি থেকে আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উট ও অন্যান্য গোত্রের গবাদি পশু ধরে নিয়ে যায়। আবরাহা "হুনাতাহ" নামক আর একজন দূত পাঠালো- মক্কার সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার দরবারে নিয়ে আসার জন্য। হুনাতাহ আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহার নিকট নিয়ে গেলো। আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হলো এবং সিংহাসন থেকে নেমে ফরাশে আবদুল মোত্তালিবের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার কাছে কি প্রত্যাশা করো? আব্দুল মুত্তালিব বললেন- আমার দু'শো উট আপনার এক সৈন্য নিয়ে এসেছে- তা আমাকে ফেরত দিন।

আবরাহা হেঁসে বললো- "তুমি তোমার দুশো উট ফিরত চাচ্ছো- অথচ যে ঘর ধ্বংস করতে আমরা এসেছি, তার রক্ষার ব্যাপারে তো কিছুই বলছনা- এটা আশ্চর্য ব্যাপার। আবদুল মুত্তালিব দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন- "আমি দুশো উটের মালিক, তাই আমার মাল রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। কাবার মালিক তো আমি নই- আর একজন আছেন। তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন"। আবরাহা গর্ব করে বললো- "তিনি তার ঘর আমার আক্রমন থেকে রক্ষা করতে পারবেন না"। আবদুল মুত্তালিব বললেন- "সেটা আপনার আর কা'বা ঘরের মালিকের ব্যাপার"।

আবরাহা দুশো উট ফিরত দিল। আবদুল মুত্তালিব মক্কায় এসে কা'বা ঘরের চৌকাঠ ধরে ফরিয়াদ করতে লাগলেন- "হে আল্লাহ! একজন লোক তার নিজ দলবলকে রক্ষা করে। অতএব তুমি তোমার ঘর ও তোমার অনুগত লোকদেরকে রক্ষা করো। একথা বলে আবদুল মুত্তালিব নগরবাসীকে নিয়ে দূরে পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়ে অবস্থা নিরীক্ষন করতে লাগলো।

এদিকে আবরাহার হস্তীবাহিনী "বাতনেওয়াদী" তে পৌছামাত্র আল্লাহ তায়ালা জিদ্দার সমূদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের কালো পাখী পাঠালেন (তাইরান আবাবীল)। প্রতিটি পাখীর সাথে তিনটি নুড়ি পাথর দিলেন। একটি মুখে আর দুটো দুই পায়ে। পাথর নুড়িগুলো ছিল কলাই ও বুটের মত। যার গায়েই নুড়িগুলো পড়লো- সে-ই সাথে সাথে মারা গেলো। আবরাহার গায়ে একটি নুড়ি পড়লো। তার মাথা দিয়ে ঢুকে হাতীর নীচ দিয়ে তা বের হয়ে গেলো। প্রাচীন ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (দ্বিতীয় শতাব্দী) বলেন-"এই ঘটনা নবীজীর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল"। আল্লাহ পাক এভাবেই আপন ঘর রক্ষা করেন নবীজীর উছিলায়। ঐ সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। অথচ আল্লাহ পাক বলেন- "আপনি কি দেখেন নি- হাতীওয়ালাদের সাথে আপনার প্রভূ কি ধরনের আচরণ করেছিলেন? ("মাতৃগর্ভে থেকেও নবীজী ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন"- এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় উক্ত আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে)।

উজ্জীবন লাইব্রেরী

দেশ-বিদেশের সুন্নী লেখকদের কিতাব, বই, পুস্তক, মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই, মাসিক তরজুমান, সুন্নীবার্তা সহ প্রখ্যাত বক্তা ও নাত শিল্পীদের অডিও ক্যাসেট, ভিডিও সিডি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সার্বিক যোগাযোগ ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

কাদেরীয়া মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মোবাইলঃ ০১৮১৫৪১০২৬২

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নোত্তর (আক্বিদা ও আমল)

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

প্রশ্ন ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত অর্থ কি? এবং এর অন্তর্ভুক্ত কারা? ৭৩ দলের মধ্যে এটিই এ একমাত্র দল যারা জান্নাতে যাবে। দলিলসহ জানতে চাই।

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, খাস আমিনপুর, বেড়া-পাবনা।

উত্তর ঃ আহল শব্দের অর্থ পরিবার, বংশ, অনুসারী ইত্যাদি। সুন্নাত শব্দের অর্থ তরীকা পথ, পদ্ধতি, নিয়ম, চরিত্র, আদর্শ, রীতিনীতি ও স্বভাব। আর আল জামায়াত অর্থ দল। সুতরাং ইসলামের সঠিক রূপরেখা ও মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র শাব্দিক ব্যাখ্যা হল আহলে সুন্নাত অর্থাৎ হুজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাত বা তরিকা অর্থাৎ আকিদা ও আমলের অনুসারীগণ আল জামাআত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে বুঝায়। অতএব, যেসব মুসলমান আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ের কেরামের অকৃত্রিম অনুসারী তাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা-আত বলে। যা নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى اِثْنَتَىْ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ۔ رواه الترمزى

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ইরশাদ করেন- "আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এর একটি দল ছাড়া অন্যান্য সব দলই জাহান্নামী। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ওই একটি দল কোনটি? নবীজি উত্তরে বললেন, যার উপর আমি এবং আমার সাহাবাগণ রয়েছে। (তিরামিয়ী ও মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা)

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসের অংশ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ অর্থাৎ আমি রাসূল এবং আমার সাহাবাগণের আক্বিদা ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত দলই নাজাতপ্রাপ্ত দল। এটার অপর নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। বর্ণিত হাদিসে নাজাতপ্রাপ্ত একমাত্র দলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র জানাযার নামাযের ইমামতি কে করেন?

উত্তর ঃ আমরা যে জানাযার নামাজ পড়ি তা সাধারণ মৃত ব্যক্তিদের নামাজ। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য ছিল। নবীজির বেলায় কোন ইমাম ছিল না। মোকতাদিও ছিল না। কেবলামূখী হওয়াও ছিল না। হাদীস শরীফে শুধু সালাত শব্দের উল্লেখ আছে। সালাত অর্থ দোয়া দরুদ। ইবনে মাসউদ (রা)-এর প্রতি নবী করিম (দঃ) যে অসিয়ত করে গেছেন সে অনুযায়ী সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে রওজা মোবারকের কিনারায় রক্ষিত খাটের কাছে দিয়ে দুরুদ ও সালাম পেশ করে বের হয়ে আসতেন। একদল বের হওয়ার পর আর এক দল প্রবেশ করতেন এবং দুরুদ ও সালাম পেশ করতেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর ছোট ছোট বালকগণ, তারপর আশ্রিত দাস-দাসীগণ ও মাওয়ালীগণ ব্যক্তিগতভাবে হুজরায় প্রবেশ করে দুরুদ ও সালাম পেশ করতেন। সাধারণ জানাজা হলে মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। আল্লামা ইমাম সোহায়লী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদের সূরা আহযাবে যেভাবে দুরুদ ও সালাম পড়ার জন্য মোমেনগণকে নির্দেশ করেছেন, ইনতিকালের পরও অনুরূপভাবেই শুধু দুরূদ ও সালাম পেশ করা হয়েছিল। (বেদায়া নেয়াহা ৫ম খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন ঃ মিলাদে 'আল্লাহুমা ছাল্লিআলা' পড়া বিদআত। শুধু দরুদে ইব্রাহীমী পড়া যাবে। এ কথা কতটুকু সত্য? জানালে উপকৃত হব। মুহাম্মদ আব্দুল কাদের লাখাই, হবিগঞ্জ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ মিলাদ শরীফে নবীজীর শানে রচিত বিশুদ্ধ যে কোন দরুদ পড়া যাবে। কেবল দুরূদে ইব্রাহীমি ছাড়া অন্য কোন দরূদ শরীফ পড়া বিদআত- নাজায়িজ ইত্যাদি বলা অজ্ঞতার নামান্তর। কারণ, দরূদ শরীফ শুধুমাত্র দরুদে ইব্রাহীমির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং হাজারো দরুদ শরীফ রয়েছে যার ফজিলত অশেষ। এমনকি দরুদ শরীফের সমাহার নিয়ে বিভিন্ন কিতাব সংকলিত হয়েছে। যেমন মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল (ত্রিশপারা সম্বলিত দরুদ শরীফের বিশাল গ্রন্থ), দালায়েলুল খায়রাত আল কাওলুল বদী জালাউল আফহাম, কিতাবুশ শেফা ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ কিতাবে দরুদ শরীফের প্রমাণ ও ফজিলত বর্ণিত রয়েছে। যেমন-খাজিনাতুল আসরার কিতাবে সালাতে তাফরিজ্বিয়া বা দুরূদে নারিয়ার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ দালায়েলুল খায়রাত কিতাবে সালাতে তুনাজ্জিনার ফজিলত ইমাম সূয়তী (র) সালাতে আলিউল কাদরি (বিশেষ দরুদ শরীফ) এর পাঠের ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গাজ্জালী (র:) احياء علوم الدين কিতাবে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে প্রতি শুক্রবার আমার উপর ৮০ বার দরুদ শরীফ পড়বে তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তখন বলা হলো ইয়া রাসূল্লাল্লাহ আমরা আপনার উপর কোন দরুদ শরীফখানা পড়ব? উত্তরে নবীজি শিখিয়ে দিলেন-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ النَّبِى الْاُمِّىِّ

অন্য বর্ণনায় রয়েছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِى الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

ইমাম আবদুল ওহাব শারানী (র:) কাশফুল গুম্মাহ্ কিতাবে বর্ণনা করেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই নিম্নোক্ত দরুদ শরীফ পড়ে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

আল্লামা শারানী আরো একটি দরুদ শরীফ উল্লেখ করে বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে এই দরুদ শরীফখানা পাঠ করবে সে আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে কিয়ামতের দিন আমাকে দেখতে পাবে-আর আমি তার জন্য শাফায়ত করব। দরুদ শরীফটি নিম্নরুপ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ۔

সুতরাং দুরূদে ইব্রাহীমি ছাড়াও দুরূদ শরীফ পড়া বৈধ এবং ফজিলত। তার প্রমাণ আশা করি আমরা পেয়ে গেলাম। যারা বলে দরুদে ইব্রাহীমি ছাড়া অন্য দরুদ পড়া বিদআত- নাজায়িত তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে তাদের ফতোয়াবাজির অসারতা কতটুকু।

সম্মানিত পাঠক! এখন আমরা কতিপয় মনিষির রচিত দরুদ শরীফ উল্লেখ করব এবং আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখব সেই সমস্ত মনিষিকে বিদআতী কিংবা নাজায়িজ আমলকারী বলা যায় কিনা?

১. হযরত মা ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ) কর্তৃক রচিত এবং পঠিত দরুদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ رَوْحُهٗ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَوْنِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

সূত্রঃ রহমত কা দরিয়া ২৬৯ পৃষ্ঠা কৃত : আল্লামা সাইয়িদ তাহের আলাউদ্দীন আল গীলানী আল বাগদাদী (রহ:)

২. হযরত মাওলা আলী (র:) রচিত দুরূদ শরীফ ঃ

صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتُهٗ وَاَنْبِيَائِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে কোন প্রেক্ষাপটে সেই দরূদ শরীফটি পড়ার হুকুম করা হয়েছিল।

ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেন–

عَنْ اَبِیْ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِی مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﷺ فَقَالَ لَهٗ بَشِیْرُ بْنُ سَعْدٍ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّیَ عَلَیْکَ فَکَیْفَ نُصَلِّیْ عَلَیْکَ اِذَا نَحْنُ صَلَّیْنَا فِیْ صَلَاتِنَا؟ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِیْمَ وَبَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِیْمَ۔

হাদীসের মর্মার্থ হলো হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে জানতে চাইলেন ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার উপর দরূদ শরীফ পড়ার জন্য। কিন্তু আমরা যখন নামাজে থাকব তখন আপনার উপর কিভাবে দরূদ শরীফ পড়ব। তখন নবীজি দরুদে ইব্রাহিমী শিখিয়ে দিয়ে তা পড়তে বলেছিলেন।

সুতরাং দরুদে ইব্রাহীমি নামাজের মধ্যে পড়ার নির্দেশ এসেছে অন্যান্য সময়ে পড়ার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ নেই। তবে কেউ যদি নামাজের বাইরে ও পড়ে নাজায়েজ বলা যাবে না।

যারা দরুদে ইব্রাহীমি ছাড়া অন্য কোন দরূদ শরীফ মানতে চায়না তাদের এক মুরব্বী (দেওবন্দী) আশ শিহাবু ছাকেব কিতাবে লেখেছেন-যে দুরূদে সালাত আছে; সালাম নেই সেই দরুদ পড়া মাকরুহ। তাহলে দরূদে ইব্রাহীমিতে তো সালাত আছে; সালাম নেই। তাহলে এর হুকুম কী হবে?

প্রশ্ন ঃ মোবাকারা ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু জায়েজ? কেউ কেউ বলে মোরাকাবা করা বিদআত। যারা মোরাকাবা করে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে

ورحمته وبركاته۔

এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রচিত দুরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ یَادَائِمَ الْفَضْلِ عَلَی الْبَرِیَّةِ یَابَاسِطَ الْیَدَیْنِ بِالْعَطِیَّةِ وَیَاصَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِیَّةِ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْوَرٰی سَجِیَّةً وَاغْفِرْلَنَا یَاذَا الْعُلٰی فِیْ هٰذِهِ الْعَشِیَّةِ۔

৪. ইমাম শাফেঈ (রঃ) ঃ –

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کُلَّمَا ذَکَرَهُ الذَّاکِرُوْنَ وَکُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِکْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔

৫. গাউসুল আজম হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ঃ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْکَرَمِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِکَمِ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ۔

৬. হযরত আল্লামা শেখ সাদী (রাঃ)ঃ–

بَلَغَ الْعُلٰی بِکَمَالِهٖ ☆ کَشَفَ الدُّجٰی بِجَمَالِهٖ
حَسُنَتْ جَمِیْعُ خِصَالِهٖ ☆ صَلُّوْا عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ

৭. হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کُلِّ اَسْمَائِکَ الْحُسْنٰی وَبِعَدَدِ کُلِّ مَعْلُوْمٍ لَکَ۔

৮. হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী বলেন-আমার পিতা হযরত আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (রাঃ) আমাকে একটি দরুদ শরীফ শিখিয়ে দেন আমি সেই দরূদ শরীফ পাঠ করার ফলে স্বপ্নের মাধ্যমে আজ প্রিয় নবীজির যিয়ারত নসীব হয় এবং নবীজি সেই দুরূদ শরীফটি পছন্দ করেছেন– দরূদ শরীফটি নিম্নরূপ ঃ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاٰلِهٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ۔

৯. এবার আসুন দরুদে ইব্রাহীমি প্রসঙ্গে। এটি অশেষ ফজিলতপূর্ণ একটি দরুদ শরীফ; এতে সন্দেহের কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেয়া উচিত। এ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর ঃ মোরাকাবা ইলমে তাসাউফের একটি পরিভাষা। মোরাকাবা বলা হয় সাধারণত: নির্জন এলাকায় কিংবা একাকীত্ব গ্রহণ করে গভীর ধ্যানে বসে মহান আল্লাহ্‌র স্মরণ করা। আরো সহজে বলা যায় দুনিয়াবী ঝামেলামুক্ত পরিবেশে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের প্রচেষ্টার নামই হল মোরাকাবা। পবিত্র কুরআন নাযিলের পূর্বে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্‌ হেরা গুহায় দীর্ঘ চল্লিশদিন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন সেটিই ছিল মোরাকাবা। যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা:) এর বর্ণিত হাদীস শরীফে দেখা যায়–

وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِى

অর্থাৎ, নবীজি হেরা গুহায় একাকীত্ব বরণ করতেন এবং গভীর ধ্যানে রাত্রিকালীন ইবাদত করতেন। সহীহ বুখারী ১ম খন্ড ২য় পৃষ্ঠা

হযরত আবু হোরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-একদা হযরত জিব্রাইল (আ:) মানুষের আকৃতিতে এসে নবীজির কাছে কয়েকটি বিষয়ে কথোপকথন করার এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করলেন–

مَاالْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ۔

অর্থাৎ- ইহছান কি? নবীজী জবাবে বললেন, তুমি এমনভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না ও পাও তাহলে এই বিশ্বাস রেখো যে, অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন। (সহীহ বুখারী ১ম খন্ড ১২ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হাদীসের বাস্তবায়নই মূলতঃ মোরাকাবায় ফুটে ওঠে।

তাছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম পন্থা হলো মোরাকাবা। মোরাকাবা কেবল আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যমে ধ্যানের নাম। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–فَاذْكُرُوْنِى اَذْكُرْكُمْ

তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অন্য হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–اَنَا مَعَ عَبْدِى اِذَا ذَكَرَنِى বান্দাহ যতক্ষণ আমার স্মরণ করে ততক্ষণ আমি তার সাথেই থাকি।

বর্তমান বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আত্মার প্রশান্তির জন্য এক অভিনব কৌশল বের করে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদেরকে তা চর্চা করার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে তার নাম হলো Maditation. উক্ত Maditation এর কৌশল অবলম্বন করে আজকের বিশ্বের নতুন প্রজন্ম আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছে বলে তাদের দাবী। এমনকি এ কৌশলচর্চাটা দিন দিন সারাবিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এদের বক্তব্য হলো আত্মাকে দেহের সাথে মিলন ঘটানোই এর মূল উদ্দেশ্য এবং তা অর্জিত হয় একমাত্র নির্জন এলাকায় কিংবা কোলাহলমুক্ত নিরব পরিবেশে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে।

মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ একমাত্র আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে আত্মার শান্তি অর্জিত হয়। সুতরাং মোরাকাবা হলো গভীর ধ্যানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর স্মরণ যার মাধ্যমে মানুষের কালবে নূর সৃষ্টি হয়; অন্তর জগত আলোকিত হয়। আউলিয়ায়ে কেরাম বুযুর্গানে দ্বীন তাই মোরাকাবার তালকীন দিয়ে থাকেন।

দ্রষ্টব্য-সাবয়ি সানাবিল কৃত আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ বলগারামী (র:)।

প্রশ্ন ঃ ওহাবী ও মওদূদীবাদীদের সাথে আত্মীয়তা করা যাবে কিনা? তাদের পিছনে নামাজ পড়া যাবে কিনা? তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে কিনা? এ ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা দিলে উপকৃত হব।

মোছাম্মৎ দিলারা আক্তার (সুমি) পীরের গাঁও, রানীগাঁও, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

উত্তর ঃ ওহাবীবাদ ও মওদুদীবাদ দু'টি ইসলামের নামে ভ্রান্ত মতবাদ। প্রথমটার প্রবর্তক মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী আর দ্বিতীয়বার প্রবর্তক আবুল আ'লা মওদুদী এদের বিভিন্ন লিখনী ও বক্তব্যে কুফুরী পাওয়া যায় বিধায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফির ফতোয়া দিয়েছেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ কুফুরী মতবাদ বলে ঘোষনা দিয়েছেন। কেননা তারা এসব উদ্ভট কথাবার্তা বলে, যার সাথে পবিত্র কুরআন-হাদীসের সাথে মিল নেই। এরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলে আকীদা পোষণ করে, নবীজির শান-মান নিয়ে অনেকক্ষেত্রে এরা কটাক্ষ করে। এরা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানতে চায়না। আরো কত কি? এদের ব্যাপারে স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে হুশিয়ার করেছেন। যেমন–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَکُوْنُ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ کَذَّابُوْنَ یَاْتُوْنَکُمْ مِنَ الْاَحَادِیْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُکُمْ فَاِیَّاکُمْ وَاِیَّاهُمْ لَا یُضِلُّوْنَکُمْ وَلَا یَفْتِنُوْنَکُمْ۔

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় কিছু মিথ্যাবাদী দজ্জাল বের হবে, তারা এমন কিছু কথা বার্তা বলবে যা তোমরা শুননি এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি। তোমরা তাদের কাছ থেকে দূরে থাক এবং তাদেরকে তোমাদের কাছ থেকে দূরে রাখ যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফেতনায় ফেলতে না পারে।

সূত্র ঃ মুকাদ্দামা মুসলিম ১০ পৃষ্ঠা, কানযুল উম্মাল ১ম খন্ড-১৯৪ পৃষ্ঠা মুশকিলুল আছার লিত তাহাভী ৪র্থ খন্ড ২০৪ পৃষ্ঠা মিশকাত শারীফ-২৮ পৃষ্ঠা

অপর হাদীসে রয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَنِیْ وَاخْتَارَ لِیْ اَصْحَابًا وَاَصْهَارًا وَسَیَاْتِیْ قَوْمٌ یَسُبُّوْنَهُمْ وَیَنْتَقِصُوْنَهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُوَاکِلُوْهُمْ وَلَا تُنَاکِحُوْهُمْ وَلَا تُصَلُّوْا عَلَیْهِمْ وَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ۔

অর্থাৎ-হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ পাক আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম এবং শশুড়দেরকে নির্বাচন করেছেন একটা দল বের হবে যারা এদেরকে (সাহাবীদের) গালিগালাজ করবে এবং তাদের মর্যাদা কমাবার চেষ্টা করবে তোমরা তাদের সাথে বসিও না। তাদের সাথে পানাহার করিওনা। তাদের সাথে আত্মীয়তা করিওনা, তাদের জানাযা পড়িওনা এবং তাদের সাথে নামাজ পড়িও না।

সূত্র ঃ আল মুসতাদরাক লিল হাকেম ৩য় খন্ড ৬৩২ পৃষ্ঠা
হিলয়াতুল আউলিয়া ২য় খন্ড ১১ পৃষ্ঠা
তাফসীরে কুরতবী ১৫৬ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা। কানযুল উম্মাল,
তাবরানী (আল মুযামুল কবীর) জ্যামউল জাওয়ামে কৃত : ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী
জামেউল আহাদীস ১ম খন্ড, ইমামম আহমদ রেযা (রা:)
ফাতাওয়ায়ে হারামাঈন ঃ আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা ব্রেলভী (রহঃ)।

অন্যান্য বর্ণনায় মোসাফাহা, কোলাকোলি করা এবং সালাম প্রদান ও নিষিদ্ধতার প্রমান পাওয়া যায়।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায়, বর্তমানে ওহাবী ও মওদুদী পন্থীদের চরিত্রে ও আকীদায় ঈমান বিধ্বংসী কুফুরী আকীদা ও মতবাদ পাওয়া যাওয়ার কারণে উল্লেখিত হাদীস তাদের জন্য প্রযোজ্য। তাই এদের সাথে আত্মীয়তা করা তাদের পেছনে নামাজ পড়া তাদেরকে সালাম প্রদান করা জায়েজ হবে না।

এদের কুফুরী আকীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন

১. হুসামুল হারামাঈন কৃত ইমাম আহমদ রযা খান ব্রেলভী (রহঃ)

বর্তমানে বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়।

২. কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মুলধারা ও বাতিল ফিরকা কৃত : মাওলানা কাজী মুঈনুদ্দীন আশরাফী।

৩. সুন্নীবার্তা বুলেটিন নং-১, ২, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ৯৪ সহ সুন্নীবার্তার বিভিন্ন সংখ্যা।

৪. ওহাবী মাযহাবের হাকীকত

৫. দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ভ্রান্ত তাফসীরের স্বরূপ উন্মেচন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

না'রায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার

না'রায়ে রিসালাত-ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

বাদ রমজান ছাত্র ভর্তি ছাত্র ভর্তি ছাত্র ভর্তি

গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা

গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ

গ্রামঃ সেকদী, ডাকঘরঃ বাগড়া বাজার, থানাঃ ফরিদগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর।

আবেদন

সম্মানীত অভিভাবকবৃন্দ

আস্সালামু আলাইকুম

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকদী গ্রামে হযরত বড়পীর গাউছুল আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ)- এর স্মৃতিস্বরূপ গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ, গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছুল আ'যম এতিমখানা নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক কোরআনে হাফিজ, ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণ আলেম গড়া ও প্রকৃত দরিদ্র এতিমের সাহায্য ও পূর্ণবাসনের লক্ষ্যেই এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত সুন্দর পরিবেশে থাকার-সু-ব্যবস্থা।
২। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন মজিদ শিক্ষাদান।
৩। মেধাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ পুরুস্কারের ব্যবস্থা।
৪। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত।
৫। সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ব্যবস্থা।

ভর্তির যাবতীয় তথ্য ও ফরম সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

'জিহাদ ভবন' ১৩৪ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ০১৮১৮-২২৯২৯১, ৮৩৫৬৬৯১

Pdf By Syed Mostafa Sakib

পোঃ রেজিঃ নং- ডি এ ঢাকা ৫০২৮, ৩৯ তম সংখ্যা, মে'১০ ইং, মূল্য ১২.০০ টাকা

Pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

বই	হাদিয়া
হায়াত মউত কবর হাশর	৪০০.০০
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১২০.০০
ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া	৮০.০০
আহকামুল মাযার	৮০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৬০.০০
ফতোয়া ছালাছা	৩০.০০
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত	(নিঃশেষ)
গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস	(নিঃশেষ)
ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (সাদা)	(নিঃশেষ)
ফতোয়াউল হারামাঈন	(নিঃশেষ)
কালেমার হাকীকত	(নিঃশেষ)
কারামাতে গাউসুল আযম	(নিঃশেষ)
সফর নামা আজমীর	(নিঃশেষ)
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লাহরী	(নিঃশেষ)
মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা	(পান্ডুলিপি)

প্রাপ্তি ঠিকানা ঃ উজ্জীবন লাইব্রেরী, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৮১৫৪১০২৬২
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব, "মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, (২য় লেন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
বিঃদ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা-২

- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।
- গাউসুল আযম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ, লেকনী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
- মাওঃ মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন, চত্বরপুর বিষ্ণুপুর, জেলাঃ বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ শাহজাহান আলী, সলঙ্গা সাবরেজিষ্ট্রি অফিস, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।
- কাওসার আহমদ দশম, হাজী আলিমুল্লাহ সিঃ মাদ্রাসা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
- সৈয়দ মতিউর রহমান আশরাফী, আঙ্গুয়ালী, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।
- মো ঃ জাহেদ আলী মেম্বার, গাচীহাটা, কিশোরগঞ্জ।
- ডাঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী, নবীনগর পত্তহাসপাতাল, বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ রফিকুল ইসলাম, গোড়ান, শান্তিপুর, ঢাকা-১২১৯।
- মোঃ আবদুল আজিজ, ১৭/৬ স্বামীবাগ লেন, ঢাকা- ১১০০
- মোঃ রাজিয়ুল ইসলাম (পিন্টু), বাসাব, ঢাকা-১২১৪
- মাওঃ আমিনুল ইসলাম জালালী, মুদারিস, চারতলা ইস, মা, আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া।
- মাওঃ নূরুল ইসলাম আল-কাদেরী, গাউছিয়া খানকা শরীফ, কাউরিয়া পাড়া, নরসিংদী।
- মোঃ আবু তাহের, গ্রাম মঙ্গলপুর, পোঃ তাজগঞ্জ বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ
- মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান শাহ, মদিনাতুল উলুম দা,হা,মাদ্রাসা ও এতিমখানা,সাদুল্লাপুর,সাভার।
- মোঃ আবদুর রহমান, ইবি এসপিএস, রতনপুর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
- মোঃ আলি আশ্রাফ, নিজ মেহার (চৌধুরী বাড়ী), শাহরাস্তী, চাঁদপুর।
- জোহাদিয়া কর্ণার, জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
- আজিজুল ইসলাম খাঁন, মাসুদ- রেযা লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী, হবিগঞ্জ।
- হাফেয মোঃ আতাউর রহমান, ৪৩/১ কায়েতটুলি খানকা শরীফ, ঢাকা-১০০০।
- আলহাজ্ব শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, কোষাধ্যক্ষ, শান্তিপুর মসজিদ কমিটি, ঢাকা-১২১৪।
- খানকায়ে গাউছিয়া কাদেরীয়া শরীফ, তিনগাও, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
- ডাঃ আবদুল করিম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পীরগাছা, সাতক্ষীরা।
- মোঃ আজিম চৌধুরী, ১৩২/১/এ, আহমদবাগ, ঢাকা-১২১৪।
- পীরে তরিকৃত আল্লামা মজিবুল হক, মোহাম্মদীয়া এতিমখানা কমপ্লেক্স, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর।
- মাওঃ মোঃ মঈনউদ্দীন আক্তারী, শামসুল উলুম গাউছিয়া সুন্নিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা, বি-বাড়িয়া।
- দুলালপুর গাউছিয়া দরবার শরীফ, প্রযত্নে পীরেতরিকৃত মাওলানা সেকান্দর হোসেন আল কাদেরী, হোমনা, কুমিল্লা।
- ফরিদা রহমান খান, রোড নং ৮, বাড়ী নং ৫, গুলশান, ঢাকা।
- কাজী মাহবুবুর রহমান, শইসলামপুর (কাজী বাড়ী), বি-বাড়িয়া।
- মোঃ রেজাউল হাসনাত নাহিদ, চন্দ্রিমা ষ্টোর, মৌলভী বাজার, কিশোরগঞ্জ।
- আনোয়ার হোসেন মাসুদ, নূরে মদিনা সুন্নীয়া দাখিল মাদরাসা, কালিগঞ্জ, গাজিপুর।
- জয়নাল আবেদীন টেইলার্স, আবদুল্লাহপুর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
- MD. AHMED CHOWDHURY, 14. Bread Field Court. Hawley Road, Camdentown, London, NW1-8Rn U.K. Ph. 02072843136
- MD. AHAD MIAH, 124 Sand Well Street, Caldmore ,Walsall Wsl-3Eg West Midlands, U.K. Ph. 01922-639817
- MR. MAKADDUS MIAH, All Seasons Dry Cleaning & Landuary 147/A Caldmore Road. Walsall. WSI 3RF Uk. Ph. 01922-6220093
- SYED MOSTAQUE MIAH, 41. Napier Street West. Oldham, OL8-4AE Uk. Ph. 0161-6270119
- MR. ABDUL WAHID, 44-17-25 Th Ave (2Nd Floor) Astoria. NY-11103 U.S.A. Tel : 718-6267695
- ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56.A. Glen Burn Road; Kings Wood, Bristol. BS15-IDP-U.K. Ph. 01179610560
- MD. MUZIBUR RAHMAN, 95. Wills Street, Lozells. Birmingham. B19-2AL. Uk.
- SYED WAISUR REZA, 18. Normanton Drive. Lough Borough LE-11-INT. U.K. Ph. 01509264582
- MD. ANWAR MIAH, 152 Winsor Road. Off. Country Road. Hull. Hu5-4 HH. North Hamber Side, U.K. Phone : 01482-657814
- MD.SAIFUR RAHMAN KHAN, Shiefield.S9-4Rh.U.K
- S.M. HASSAN, 68. Parkfield St. RushLome ,Manchester.
- SHUHELUL HAQUE, Southport. 01704380574.
- M.A. HOSSAIN, 96. Normunt Rd. Fenham. New Castle Upontyne. NE4-8SH. Uk. Tel : 0191-226017
- CHOMOK ALI, 358 Stani Forth Road. (Darnall) Shefield. S93Fu. U.K. Tel : 00114-242261
- SYED MOHAMMAD ALI, 24 Stubbington Avenue. Northend. Portsmouth. Po2-OHT. Uk. Ph 02392662270
- ABUL KASHEM MALIK, 36 Priston Ville Road. Brighton. BN1-3Tj Uk. Ph. 01273820628.
- MR. SHAHABUDDIN, 101. Brook Drive, London. SE11-4TU. Uk. Ph. 02077359744
- SYED MUQTASID, 32 Brougham St. Burnley, Lancashire. BB12-OAS. Uk. Ph- 01282-623138
- ASHIK UDDIN, 142 Nottingham Road, Loughborough. LE11-1Ex. Uk. Ph 01509-269109
- MR. KHAIRUL BASHAR (SHAJ), 24 Albart Walk North Wool Wich. E16-2Nl. Uk. Tel : 0207-4733514
- MR. SALIK MIAH, 27.Nelson Road. Aston. Birmingham. Ph. 0121-3275564
- ABDUL MALIK, 5-Deburgh Street.Riverside. Cardiff.Uk. Ph : 01920220386
- ZIAUR RAHMAN, Birmingham. B19-1HG. UK. Tel : 0121-5519495
- SM. MIZANUR RAHAMAN, Po Boox No 345. Buraydah.K.S.A.

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Websote: http:// Sunnibarta.wordpress.com

জয়নাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, ২০৭/২, ফকিরাপুল, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৩৫৫৭৩৭, মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৭৬৭২০